প্রতিধ্বনি।

উপহার।

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

সেই পিতৃদেবের চরণে

আমার এই

বাল্যহৃদয়ের

"প্রতিধ্বনি"কে

উপহার

প্রদান করিলাম।

রচয়িত্রী।

প্রতিধ্বনি।

শ্রীমতী মৃণালিনী প্রণীত।

১নং হেরিংটন ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীযুক্ত তারাগতি ভট্টাচার্য্য দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা;

১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে

শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০১।

ভূমিকা।

১২ বৎসর বয়স হইতে এই ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি যতগুলি কবিতা সময়ে সময়ে রচনা করিয়াছি, তাহার অধিকাংশ এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল। জানি না, ইহা কাহারও প্রীতিদায়ক হইবে কি না। কিন্তু ইহাই আমার প্রথম উদ্যম, এই মনে করিয়া আমি আশা করিতেছি যে, উহা সাধারণের নিকট প্রকাশের অযোগ্য হইবে না। পাঠক পাঠিকাগণ এক বিন্দু সহৃদয়তা প্রকাশ পূর্ব্বক এই পুস্তকের দোষ গুণ বিচার করিয়া এই বালিকার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে উৎসাহ প্রদান করিবেন। ইতি।

১৬ই শ্রাবণ।
১৩০১ সাল।

রচয়িত্রী।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২২	৪	মাতৃঅঙ্গে	মাতৃঅঙ্কে
২৮	২	তোর	চোর
৫০	১৪-১৬	অবনী ভিতরে আর হায়! রবে কিসের লাগিয়া, মুক্ত ওই স্বর্গের দুয়ার, প্রণয়ী দোঁহার প্রাণ যাউক মিলিয়া।	অবনী ভিতরে আর, হায়! রবে কিসের লাগিয়া, মুক্ত ওই স্বর্গের দুয়ার, প্রণয়ী দোঁহার প্রাণ যাউক মিলিয়া।
৫৮	১৬	শক্রর শোণিতস্রোতে	তস্করের হৃদয়শোণিতে
৭৬	১২	বাহিতে পারি	বহিতে নারি
৯৪	২	ছিল যে বালিকা, বোন! ভুলিয়াছ তাহা।	ছিল যে বালিকা কোন, ভুলিয়াছ তাহা?
১০৫	১০	নাথের আদর বচন কত না!	নাথের আদর-বাণী কত না!
১০৫	১৪	স্মৃতির মাঝারে আপনা।	মধুর স্মৃতির মাঝে আপনা।
১০৬	১২	লয় টানি পাশে আপনা।	লইতেছে টানি পাশে আপনা।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১১৪	৫	পিয়ান	পিয়া ন
১১৪	১০	আঁকলু	আঁকনু
১২৮	১	ছাছিতে	ছাড়িতে
১৩৭	১৪	ভূষাহীনা	নিভূষণা
১৩৮	১৩	পতির পাশে	পতিরোদ্দেশে
১৫১	৩	এখনি,	এমনি,
১৫৩	৪	আজিকে সবি।	আজিকে সবি—
১৭০	১১	এখন ত আছি	এখনো ত আছি
১৭৭	৬	মাখাইয়া দিবে।	মাখাইয়া দিবে বুকে।

রচয়িত্রী স্বয়ং প্রুফ না দেখায়, এই কয়টি ভুল হইয়াছে। পাঠক পাঠিকা-গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

সূচী।

বিষয় | পৃষ্ঠা

সূচী।

প্রতিধ্বনি।

ভারতীবন্দনা।

শ্বেতভুজে, সরস্বতী, সত্যা সনাতনী।
বাগ্‌দেবী, বীণাপাণি, বিদ্যা, বিনোদিনী।
ভগবতী ভারতী কবিতাময়ী দেবী।
তোমারি তনয়া আমি তোমারেই সেবি।
দয়া কর বরাননী কমল-আসনা।
তব তনয়ার মাগো পুরাও বাসনা।
নাহি চাহি কমলার ঐশ্বর্য্য অপার।
নাহি চাহি কুবেরের রত্নের ভাণ্ডার।
অনিত্য সে সব ধনে বাঞ্ছা নাই মোর।
যে ধন চাহি গো আমি অজয় অমর।

সে অমূল্য রতনের তুমিই ঈশ্বরী।
কণা মাত্র তনয়ারে দাও দয়া করি।
যদিও অজ্ঞানা আমি তোমারি ত মেয়ে।
তাই মা এসেছি আজি আশাপথ চেয়ে।
জানি আমি কোলে মোরে নেবেন জননী।
জানি আমি মা আমার করুণার রাণী।
নরহত্যাকারী মহা দস্যু রত্নাকর।
তব করুণায় আজি কবির ঈশ্বর।
মহামূর্খ কালিদাস পূজিয়ে তোমায়।
মহাকবি নামে আজি বিখ্যাত ধরায়।
শুনিয়ে মহিমা তব জগত-জননী।
আমিও পূজিতে এনু রাঙ্গা পা দুখানি।
জানি আমি যে তোমারে পূজে তুমি তারি।
তাই শুধু একটি বাসনা হৃদে ধরি।

মন্ত্রসাধন।

কি কাজের তরে এসেছি ভবে ?
কি কার্য্য সাধি হে আমরা সবে!
কোন্ মহাকার্য্য করিতে সাধন,
হয়েছে সবার ভবে আগমন।
এস সেই মহাকার্য্য সাধি প্রাণপণে।

মোদেরি জনম প্রেমেরি কারণ,
প্রেম মহামন্ত্র করিতে সাধন,
জগতের লোকে প্রেম বিলাইতে,
অপ্রেমিকে ভাই প্রেম শিখাইতে,
এসেছি আমরা বুঝিনু এক্ষণে।

প্রতিধ্বনি।

আজ হ'তে এ প্রতিজ্ঞা করিনু ধারণ,
'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন',
যা হবার তাই হবে,
যাবত জীবন রবে,
করিব হে শুধু প্রেমেরি সাধন।

এস, অপ্রেমিকে প্রেম শিখাইয়ে,
ভাই ভগ্নী সব একত্র হইয়ে,
পরম দয়ালু করুণা নিদান,
সকলের পিতা যেই বিশ্বপ্রাণ,
করি হে তাঁহারি মহিমা গান।

১২৯৮; বৈশাখ।

মা।

কালী কৃপাময়ী মাগো দয়া কর তনয়ারে।
তোমার তনয়া কেন ভাসে সদা অশ্রুনীরে।
মা হ'য়ে মেয়ের প্রতি এত গো নিঠুরা কেন ?
তুই মা নিঠুরা হ'লে সন্তানের কে আছে হেন !
মা যদি না সন্তানের মুছাবে গো অশ্রুবারি।
কে আছে আর অশ্রুজল মুছাতে তোর সন্তানেরি।
শ্রবণ করেছি মাগো শাস্ত্রেতে এই ত কয়।
কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখন নয়।
যদিও অবোধ বটি তবু তোর ত তনয়া।
অবোধ বলে কি মাগো পাব না তোর দয়া।
তোমার বিচিত্র লীলা বুঝিতে শকতি কার।
কারে কর চিরসুখী, কারে দাও দুঃখভার।

কারো শিরে রাজছত্র, কারো শিরে বজ্রাঘাত।
কেহ অন্ন বিলাইছে, কেহ মরে বিনা ভাত।
কাহারে হাসাও মাগো, কাহারে কাঁদাও তুমি।
তোমার মহিমা মাগো কি বুঝিব আমি।
যারে যা করাও তুমি সকলি মঙ্গল তরে।
আমার এ অশ্রুজল তুই কি মুছাবি নারে!
তোমার যা ইচ্ছা মাগো হউক সফল।
এই বর দাও যেন সেবি ও চরণতল।

১২৯৮; আষাঢ়।

শিশুর হাসি।

শিশুর হাসির সাথে কি দিব তুলনা।
নিষ্কলঙ্ক চাঁদে যেন ঝরে সুধা কণা।
মধুর স্বর্গীয় হাসি ইচ্ছা হয় যেন।
তুলে রাখি ও হাসিটি দেখি সর্ব্বক্ষণ।
দেবগণও মুগ্ধ হয় ও হাসি দেখিয়া।
প্রস্ফুটিত ফুলে যেন ঝরে গো অমিয়া।
শিশুর মধুর হাসি যেখানেতে নাই।
স্বর্গীয় বিমল জ্যোতি নাহি গো তথায়।
পরমেশ দয়ালেশ কর মোরে দান।
শিশু-হাসি দেখে যেন জুড়াই এ প্রাণ।

১২৯৮; শ্রাবণ।

পরমপূজনীয় ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরলোকগমন উপলক্ষে ।

দিনে দিনে এ ভারত হারাতেছে রত্নরাজি ।
তাই বুঝি চারিদিকে শুনি হাহাকার আজি ।
এ আবার কি সংবাদ ! ঘটিল কি পরমাদ,
বিধাতা সাধিল বাদ, হীন আমাদের ।
দয়ার সাগর আজ, পরিয়া ও নবসাজ,
কোথায় চলিলে ত্যজি দীন দরিদ্রের ।
দেখ গো তোমার তরে, বঙ্গভাষা কেঁদে মরে,
প্রিয় দুহিতার পানে চাহ একবার ।
দুঃখিনী ভারতমাতা, কত আর সবে ব্যথা,
তুমি ছেড়ে গেলে আর কি রবে তাহার ?
ভারতজননী রত্নপ্রসবিনী,
সব রত্নরাজি হরেছে কালে ।

একটি রতন প্রকাশি কিরণ
ছিল শুধু জননীর কোলে।
হায় বিধি! তাও হরে নিলে।
বঙ্গ গৃহে গৃহে শুধু শুনি হাহাকার।
কোথায় ঈশ্বরচন্দ্র, মহিমা অপার।
নশ্বর শরীররূপী পরিচ্ছদ ছেড়ে।
অমর দেবতা রূপ পরিগ্রহ ক'রে
গিয়েছ আনন্দধামে, অনিত্য হইতে।
৺ ঈশ্বর ঈশ্বর কোলে কি শোভা দেখিতে।
অনিত্য এ ধরাধাম শুধু পাপময়।
তাই এ রত্নটি বুঝি নিলে দয়াময়!
উজল তপন ওই খসিয়া পড়িল।
পূর্ণিমার চাঁদে কেন রাহু গরাসিল!
বঙ্গভাষা-পিতা! বঙ্গ আঁধার করিয়ে,
কোথায় চলিলে দেব মোদের ত্যজিয়ে!
কি আছে ভারতে আর দিব উপহার।
অশ্রুরাশি দিনু পদে সম্বল আমার।

১২৯৮; শ্রাবণ।

ফুল।

ফুল! তোর মত স্নিগ্ধকর আমি হ'তে চাই।
বারেক হেরিলে তোরে নয়ন জুড়ায়।
কি এক অপূর্ব্ব ভাতি আছে গো তোমাতে।
সৌরভে সবার পার পরাণ মাতাতে।
শিশু সাথে ফুল তুমি কর ছেলেখেলা।
যুবতীর বক্ষঃস্থল করহ উজলা।
বৃদ্ধেরা অর্পণ করে দেবের চরণে।
সুবিমল সুখ দাও সকলেরি মনে।
কিন্তু ফুল! আমি তোরে কভু তুলিব না।
বৃন্ত হ'তে কভু তোরে ভাঙ্গিয়া ল'ব না।
কাল ছিলে গো কলিকা, আজি হ'লে প্রস্ফুটিত;
কাল ঝরে যাবে, প্রাণ হবে অস্তমিত।
আমিও তোমার মত প্রস্ফুটিত হ'লে,
ধীরে ধীরে মিলে যাব অনন্তের কোলে।

১২৯৮; কার্ত্তিক।

পত্র।

পরমপূজনীয়া

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী ভগিনী

শ্রীচরণাম্বুজেষু।

দিদি! সদা সাধ যায়, নিরখি তোমায়,
শান্ত করি মম অধীর মন ;
তোমার নিকটে বসিয়ে ভগিনী,
শুনিগো তোমার মধুর বচন।
তুমি যে আমার অগ্রজা ভগিনী,
তোমার নিকটে উপদেশ পাব।
তোমার মতন মহৎ হইতে,
প্রাণপণে আমি যতন করিব।

যদিও ভগিনী তোমার নিকটে,
অজানিতা আমি চেন না মোরে।
কিন্তু তোমার ও পবিত্র অন্তর,
নহে অজানিত আমার অন্তরে।
তব 'অশ্রুকণা' পড়িয়ে গো আমি,
নয়নের জল রুধিতে পারিনি।
'সন্ন্যাসিনী' পড়ে বুঝিতে পেরেছি,
হৃদয়-মহিমা তোমার ভগিনি!
'আভাসে' তোমার হৃদয়-আভাস,
যতখানি আমি দেখিতে পেয়েছি।
পিতা পরমেশ সর্ব্বগুণ দিয়ে,
গড়েছেন তোমা নিশ্চয় জেনেছি।
প্রাণের ভগিনী, তুমি গো যাঁহারে
বেঁধেছিলে প্রেম-ডোরে;
তব আশাপথ চাহিয়ে গো তিনি
রয়েছেন সুরপুরে।
নিয়তি য' দিন রবে পৃথিবীতে,
স্নেহ-ডোরে বাঁধ সবে।
ভ্রাতা ভগ্নীদের উপদেশ দাও,
য' দিন রবে এ ভবে।

পরে, দেহ ত্যাগ ক'রে, পুণ্য আত্মা লয়ে,
যাইবে পিতার পাশ।
তব, প্রাণেশের সাথে, তথা হইবে মিলন,
পুরিবে তোমার আশ।

১২৯৯ ; আষাঢ়।

সফল জনম।

সফল জনম তব সংসার ভিতরে,
মধুময় ও লেখনী সফল তোমার।
দেবের কুমার বুঝি ছিলে সুরপুরে,
শাপভ্রষ্টে অবনীতে জনম তোমার।
যদিও না হেরি তব দৈহিক গঠন,
অজানিত নহে ওই পবিত্র অন্তর।
পর-উপকার ব্রতে মহান্ জীবন
সঁপেছ, প্রেমের ডোরে বেঁধেছ সংসার।
ও স্বর্গীয় প্রেম-বার্ত্তা কে জানিবে বল?
যে তোমারে বুঝিয়াছে, সে জানে কেবল।

১২৯৯; আষাঢ়।

প্রেম-উপহার।

প্রিয়তমে ! ধর ধর,
অধীনেরি উপহার।
তুমি বিনে প্রিয়তমে !
কে আছে এ অভাগার।
কারে আর দেব উপহার।
হেন কি আছে আমার।
—কিবা দেব উপহার ?
এই কঠিন নীরস প্রাণ,
শুধু সম্বল আমার।
তাই তোরে দিনু উপহার।

রাখিবি কি সযতনে ?
রাখিবি কি মনে মনে,
অথবা তাহারে দিবি দূর ক'রে,
ছুড়ে ফেলে দিবি হৃদি হ'তে।
তবু, পারিবি কি বাঁধন ছিঁড়িতে ?
না না, কভু পারিবে না,
এ বাঁধন ছিঁড়িবে না ;
দূর ক'রে দাও, দাও ফেলে দাও,
কর তা যা চায় মন,
তবু দৃঢ় প্রেমেরি বাঁধন।
যদিও কঠিন পরাণ আমার,
তবুও তাহাতে ঝরে প্রেমধার ;
দিই প্রেমরাশি, লও হাসি হাসি,
দিনু ও চরণে তব প্রেম-উপহার ;
কর এ প্রেমেরে নিয়ে সাধ যা তোমার।

১২৯৯ ; আষাঢ়
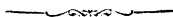
হৃদয়।

সবারি ত আছে গো হৃদয়!
কিন্তু সকলের একরূপ নয়।
কাহারো হৃদয় অতীব কোমল
ফুলের আঘাত স'হে না।
কারো বা হৃদয়, পাষাণ প্রায়,
শত আঘাতেও ভা'ঙ্গে না।
কারো বা হৃদয় একটি কথাতে
ভেঙ্গে চুরমার হয়।
কারো বা হৃদয়ে শত ব্যথা দিলে
যেমন তেমনি রয়।

১২৯৯ ; শ্রাবণ।

রেখেছি নিদর্শন।

রেখেছি নিদর্শন, রবে যাবৎ এ প্রাণ;
হৃদয়ে জাগিবে সদা প্রেমের অপমান।
হৃদি জ্বলে যায়, দারুণ জ্বালায়,
এ জ্বালা যেদিন হবে অবসান।
ধরণী হইতে, বিভু নিকটেতে,
যাইয়ে সেদিন জুড়াব প্রাণ।
সেই শুভদিন আসুক ত্বরায়,
যাইব পিতার পাশ।
পুরাব আমার হৃদয়ের সাধ,
পুরিবে সকল আশ।

১২৯৯; শ্রাবণ।

বাকি।

যে কাজ সাধিতে জনম মোদের,
সকলই যে তার রয়েছে বাকি।
তাই সদা এই মনে ভয় হয়,
পাছে না সাধিতে কাজ দিয়ে যাই ফাঁকি।

১২৯৯; ভাদ্র।

পাপী।

এ জগতে পাপী কে গো?
পাপী কারে বলে,
যার হৃদে সুখ নাই,
প্রাণ ধূধূ জলে।
সেই জন পাপী কি গো,
এ ধরণী তলে?
অথবা, যে জন শুধু
জ্বালাইতে জানে!
লভে কত সুখ, ব্যথা
দিয়ে ফুল্ল প্রাণে;
তাহাকেই বলে কি গো
পাপী এ ভুবনে?

হেন বোধ হয় কভু
পাপ পুণ্য শুধু কথা।
শুধু, কর্ম্মফলই দেয় হৃদে
সুখ দুঃখ ব্যথা।
বিধি লীলা না বুঝিনু,
কেহ বুঝাইয়া দেবে কি গো
এ সব বারতা ?

১২৯৯ ; ভাদ্র।

নীরব নিশীথে।

নীরব হয়েছে ধরা, স্তব্ধ চারিধার—
মানবের কোলাহল নীরব হয়েছে।
নীরব হয়েছে রাজ্য প্রকৃতি রাণীর,
সকলেই মাতৃঅঙ্গে ঘুমায়ে পড়েছে।
এ ঘোর নিশীথে জাহ্নবীর তীরে,
কে গো ওই বালা আসিছে।
এ গভীর রাতে ঘুমায় সকলে,
বালা একাকিনী কোথা ধাইছে।
ওই দেখ বালা নদীতীরে এসে,
কি কথা বলিছে কাহার উদ্দেশে,
তুলিয়ে স্বতান, গাইতেছে গান,
প্রতিধ্বনি হয় নীরব আকাশে।

"আজ,—হরষে মাতিয়ে, হরষে ভাসিয়ে,
হৃদয় খুলিয়ে গাও রে মন।
আজ,—হৃদি হ'তে প্রেমে ফেলেছি মুছিয়ে
প্রণয়ে দিয়েছি বিসর্জ্জন।
এতদিন হতে যে যাতনা ভার,
সহিতেছিল হৃদি' আমার;
আজ,—বিভুর চরণে প্রেম সমর্পিয়া,
লাঘব করেছি হৃদয়ভার।
মিছামিছি প্রেমে, পুষেছিনু মনে,
সহিতে কেবল দারুণ জ্বালা।
আজ,—সে জ্বালা হইতে পাইনু তরাণ,
এবে শুধু বিভুপদ জপমালা।
বিভু দয়াময়, হও গো সদয়,
জুড়াও তাপিত বালিকা প্রাণ।
পিতা গো আমারে এই ভিক্ষা দাও,
অন্তে যেন পাই শ্রীচরণে স্থান।"
বিভুর উদ্দেশে ধীরে ধীরে বালা,
করযোড়ে তাঁরে প্রণাম করে।
পরে মৃদুস্বরে, কহে তটিনীরে,
"লও কোলে মাগো এ তনয়ারে।

দয়াময়ী তুমি, তাপসংহারিণী,
আমার এ তাপ সংহার।
তোমার কোলেতে শান্তি নিদ্রা পেয়ে,
হয় যেন দূর অশান্তি আমার।”
এত বলি বালা ভাগিরথীনীরে,
তট হ’তে ওই ঝাঁপিয়া পড়িল।
এই ছিল হেথা এ ধরণীতলে,
পুনঃ ওই দেখ কোথা মিলিল।
এ ধরণী হ’তে গিয়েছে সে চলি,
পেয়ে বড় মনস্তাপ।
পিতা পরমেশ! লয়ে তব কোলে,
তার জুড়াও সন্তাপ।

১২৯৯; কার্ত্তিক

খেদ।

কি দোষ করেছি তব পায়।
অকারণে কেন বিরূপ আমায়।
মন বিলক্ষণ জানে, নহে দোষী ও চরণে,
তবে বল কি কারণে কাঁদাও আমায়।
—জান যদি দোষী, তবে ক্ষম অবলায়।
পুরুষ কঠিন হিয়া, স্থজিত পাষাণ দিয়া,
বলিত সকলে ইহা শুনিতে পেতাম।
—বিশ্বাস তাহাতে কভু নাহি করিতাম।
সেই কথা তোমাতেই, ফলিল কি আজিকেই,
সত্যই কি পুরুষের পাষাণে গঠিত প্রাণ;
দয়া মায়া হৃদি মাঝে নাহি পায় স্থান?
সাজে না এ কথা হায়, পুরুষ কঠিন কায়,
কোমল কঠিন আছে সকলেরি মাঝে।
সুন্দর গোলাপ ফুলে কণ্টক বিরাজে।

কোমল কমল সমা, নারী ত গো অনুপমা,
বিশ্বাসঘাতিনী কিন্তু আছে তারো মাঝে।
লক্ষ্মী সরস্বতী একাধারে কি বিরাজে।
কঠিন কুলিশ দিয়া, নিরমিয়া তব হিয়া,
বিধি পাঠাইয়াছিলা এ মর ধরাতে।
কোমল এ অশ্রু তাহা পারে কি গলাতে?

১২৯৯; ২০ কার্ত্তিক।

বিলাপ।

এ কি হেরি চারি ধার ঘোরতর অন্ধকার,
সোণার ভারতে আজি কেন এত পাপাচার ?
যে ভারত পুরাকালে, বীর-প্রসবিনী বোলে,
খ্যাত ছিল, চরাচর নামেতে কাঁপিত যার,
আজি হেন হীন দশা মরি কে করিল তার ?
অহো ! দেখে হৃদি ফাটে, পরাণ কাঁদিয়ে ওঠে,
রত্নগর্ভা ভারতের এবে পুত্র কুলাঙ্গার।
দাঁড়াব কোথায় আজি, স্থান কই দাঁড়াবার ?
ব্রহ্মার মানস কন্যা, রূপে গুণে ছিল ধন্যা,
রতনের খনি গর্ভে ভারত মাতার।
স্বাধীন মুকুট শিরে শোভিত যাঁহার।
মরি মরি ! হায় হায় ! দেখে বুক ফেটে যায়,
কালিমা পড়েছে কেন অঙ্গেতে সোণার,

জননীর চক্ষে কেন বহে শতধার।
বুঝেছি কারণ ওর, হরিয়াছে আসি তোর
অমূল্য রতন নিধি স্বাধীনতা হার,
করিয়ে বন্ধন মায়ে শিকলে লোহার।

১২৯৯ ; ২১ কার্ত্তিক।

অভাব।

কি যেন অভাব আছে, কি যেন নাহিক কাছে,
কি ধনে বঞ্চিত যেন অন্তরেতে জানা যায়।
কি রতন লাগি সদা প্রাণ করে হায় হায়!
কি সেই অমূল্য ধন, যাহা বিনে প্রাণ মন,
তিলেক তরেও সুখী কভু নাহি দেখা যায়,
কে বলিবে সে রতন কোথা গেলে পাব, হায়?
কেহ কি বলিতে পার, কি তাহা, নাম কি তার,
কেমন দেখিতে তাহা, আছে কোন গুপ্ত স্থানে,
হলেও ধরণীপ্রান্তে,—যাব আমি সেইখানে।

১২৯৯; কার্ত্তিক।
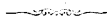
বসন্তপূর্ণিমা।

নীল নভ 'পরি সোণার বরণ,
উঠেছে চাঁদ নিটোল গোল।
চাঁদেরে ঘিরিয়ে তারার মালা,
প্রকৃতির শোভা করিছে উজল।
সরোবরে ওই কুমুদ বালা,
চাঁদ উঠেছে যেই ফুটেছে।
সরসীর জলে চাঁদের ছবি,
কুমুদে পেয়ে, আমোদে মেতেছে।
আজ বসন্তপূর্ণিমা প্রকৃতির শোভা,
হয়েছে দেখিতে কিবা মনোহর।
চাঁদ্‌নী রাত্‌কে দিন মনে ক'রে,
গাইছে কোকিল কুহু কুহু স্বর।

সরসীর তটে উপবন মাঝে,
ফুটেছে ওই কত শত ফুল।
সৌরভ লইয়ে ধায় সমীরণ,
সুবাসেতে করে পরাণ আকুল।
এ হেন নিশীথে উপবন মাঝে,
কেরে ওই বালা গাহিছে।
স্বরগকুমারী হবে বুঝি ওই,
মধুর ঝঙ্কারে কানন মাতি'ছে।
শোন শোন ওই কি গান গায়!
মানবীর সুরে পরাণ মাতায়।
গাহিছে বালা দুখের গীতি।
মধুর মধুর মধুর ঝঙ্কার,
বীণা এর কাছে মেনে যায় হার,
গানেতে হয়েছে মোহিতা প্রকৃতি।
"পেয়ে নব প্রণয়িনী, সুখে দিবা রজনী,
প্রিয়া সাথে আনন্দেতে র'য়ে।
থেকো নানামত সুখে, পিয়ারে রাখিয়ে বুকে,
চুমে তার চাঁদমুখ রেখো হৃদয়ে।
লয়ে তার মনঃপ্রাণ, দিও যেন প্রতিদান,
চখের উপর রেখ, সদা তুষ মধুর বচনে।

তারে,—আগে ভালবেসে, যেন অবশেষে,
কাঁদাও না, দুখ দিও না মনে।
আমার মত তারও হৃদে ব্যথা যেন দিও না।
আর সরলা বালিকা-হৃদি ছিন্ন ভিন্ন কোরো না।
আমার ত পাষাণ হিয়া, বেঁধেছি প্রাণ পাষাণ দিয়া,
ছিন্ন ভিন্ন হয়েও যে প্রাণ ধরা থেকে যায় না।
সে, সরলা বালিকা কিছুই জানে না,
সংসারের ধার কিছুই ধারে না!
অকালেতে যেন তারে বৃন্তচ্যুত কোরো না।
ফুটিতে ফুটিতে তারে ঝরে যেতে দিও না।”
বিষাদের গান কেন গো আজিকে,
আজি যে প্রমোদ রাতি।
না জানি গো বালা তোমার হৃদয়ে,
কিবা দুখ আছে ভাঁতি।
—বুঝি যারে তুমি দিয়ে বরমালা,
সঁপেছ তোমার সরবস্ব ধন।
সে জন তোমার প্রেম উপেক্ষিয়া,
নিজ প্রেম অন্যে করেছে অর্পণ।
তুমি বুঝি বালা দেবের কুমারী,
তাই, মুছিতে পারনি হৃদি হ’তে তারে;

মনে মনে প্রেম তারে সমর্পিয়া,
পূজিছ তাহারে হৃদয়-কন্দরে।
তুমি ভালবাসা তারে দিয়ে শুধু সুখী,
প্রণয়ের নাহি চাও প্রতিদান।
তাই, প্রণয়ীর তরে নিজ সুখ তুমি,
বিসর্জ্জন দিলে, হৃদি বলিদান।

১২৯৯ ; ফাল্গুন।

সঙ্গিনী।

গাথা।

ঘোরা যামিনী নিঝুম নিশীথ,
প্রকৃতি সতী ঘুমে অচেতন ;
নিথর নীরব আঁধার আকাশে,
নীরবে ঝল-মলে তারাগণ।
প্রকৃতির কোলে জগৎ ঘুমায়,
ঘুমায় যতেক প্রাণী।
বিপিন মাঝারে কুটীর ভিতরে,
জাগে দুই জন জানি।
সকলে ঘুমায় তাহাদের চখে,
আসেনি গো ঘুম কেন ?
কি লাগি গো তারা প্রণয়ীযুগল,
বিষাদিত মনে রয়েছে হেন ?

প্রণয়িনী ওই প্রণয়ীর বুকে
রেখে নিজ মাথা কহে ধীরে ধীরে।
"এই, বিজন বিপিনে, একা রেখে মোরে,
যাবে প্রাণসখা কিসের তরে ?
আমি গো অবলা সরলা বালিকা,
তোমার বিরহে রহিব কি ক'রে।
একেলা আমারে বিপিন মাঝারে,
রেখে যেতে নাথ ভয় না করে ?
প্রাণ থাকিতে তা—হবে না হবে না,
যেতে দিব না কভু তোমারে।"
"প্রিয়তমে! প্রাণেশ্বরি!
ভয় কি তোমার ?
শীঘ্রই আসিব ফিরি,
নিকটে তোমার ;
যাহার তরেতে মোরা
হয়ে আছি বনবাসী।
সমুচিত প্রতিফল,
তারে দিয়ে আসি।
যাহার করেতে পিতা,
ত্যজিলেন প্রাণ।

নিশ্চয় জানিও তার,
শীঘ্র অবসান।
তাহারে ক্ষমিতে কভু
নারিব জীবনে।
দাও প্রিয়ে হাসিমুখে
বিদায় এক্ষণে।"
"একান্তই যাবে যদি, তবে
নাথ! সঙ্গে লও মোরে।
চিরসঙ্গিনী আমি গো তোমার,
ফেলে যাবে তবে কিসের তরে।
যথা যাবে তুমি সাথে যাব আমি,
সঙ্গছাড়া তব হব না কভু।
সাথেতে যাইব, চরণ সেবিব,
ছায়ার মতন থাকিব প্রভু।
তব কাছে এই করি গো মিনতি,
দিও না ইহাতে বাধা গো যেন।
বাধা যদি দাও, তোমার সম্মুখে,
বিষপানে আমি ত্যজিব প্রাণ।"
"যদি না শুনিবে, প্রিয়ে!
আমার বচন।

এই, নারীবেশ ত্যাগ করি
হও, পুরুষ মতন।
ত্যাগ করি লজ্জা ভয়,
কর সাহস আশ্রয়।
রমণী যে তুমি,—ভুলে গিয়ে তাহা,
পুরুষের মত হও।”
ইহা শুনি বামা ধীরে ধীরে উঠি,
নারী বেশ ত্যাগ করে।
দীর্ঘ কেশরাশি কর্ত্তন করিয়া
পুরুষের মত করে।
দর্পণ লইয়া দেখে নিজ রূপ,
নিজে নাহি চেনা যায়।
বক্ষেতে বসন আঁটিয়া বাঁধিল,
কিন্তু, লুকান যে বড় দায়।
সাজ সজ্জা করি ধীরে ধীরে রামা,
পতি পাশে আসি দাঁড়াল।
প্রণয়িনী রূপ দেখে হেসে পতি
কহে, “দেখে মন মোহিল।
প্রাণের কমল! যে বেশই না ধর,
সাজে গো তোমায় তাই।

কিন্তু ভস্মাবৃত অগ্নি কি লো কভু
লুকাইতে পারা যায় ?
তবে, বিলম্ব কি হেতু,—যাই চল মোরা,
সুদূর সংসার মাঝ।
পুন ফিরি মোরা, আসি যেন ত্বরা,
সাধিয়া আপন কাজ।
আমাদের প্রিয় এ কুটীর খানি,
ছাড়িয়া যেতেছি এবে।
এই তরুলতা, এই পশু পাখী,
আর কি চক্ষু দেখিতে পাবে ?
আমাদের এই প্রিয় বনভূমে,
আসিব কি আর ফিরে ?
এ দেহ ছাড়িয়া প্রাণ যাবে না যে চলে,
তাহা কে বলিতে পারে ?”
“প্রিয়তম ! প্রাণাধিক !
হৃদয় রতন !
যেতেছি ছাড়িয়া মোরা,
এই চিরনিকেতন।
সংসার কেমন তাহা,
দেখি নি কখন।

শান্তিময়ী প্রকৃতির কোলে,
আমার জনম।
শুনেছি সংসার মাঝ,
কপটতাময়।
ফিরিয়ে আবার যেন
আসি গো নিশ্চয়।"

পরে দুই জনে কুটীর হইতে,
ধীরে ধীরে ধীরে বাহির হ'ল।
আগে আগে যায় রণেন্দ্রকুমার,
পিছেতে পুরুষবেশী যায় গো কমল।
ক্রমে ক্রমে তারা চিরপরিচিত
কানন হইল পার।
পোহাইল নিশি, প্রণয়ীযুগল,
উপনীত এক তটিনীর ধার।
একটি তরণী বাঁধা ছিল তথা,
তটের উপর গাছেতে।
বাঁধন খুলিল, তরী ভাসাইল,
উঠিল দুজনে তরীতে।
রণেন্দ্রকুমার ধরিল হাল,
কমল লাগিল বাহিতে।

এইরূপে তারা প্রণয়ীযুগল,
মনের আনন্দে লাগিল যাইতে
ক্রমে ক্রমে ক্রমে তাদের তরণী
আসিল গভীর জলে।
এ হেন সময়ে গগন মাঝার
মেঘেতে ছাইয়া দিলে।
ফোঁটা ফোঁটা হ'তে প্রবল রূপেতে,
বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।
সমীরণ যেন পাগল হইয়া
ঝটিকা রূপেতে বহিল।
তটিনীর যত লহরী মালা,
বায়ুর সনে খেলিছে।
তাহাদের ক্ষুদ্র তরণীখানি,
উলট পালট করিছে।
হায়! আর বুঝি তরীখানি তারা,
অক্ষম হইল রাখিতে।
প্রাণপণে তবু—তটের দিকেতে,
যতন করিছে যাইতে।
কড় কড় রবে জলদ গরজে,
ভীম প্রভঞ্জন বহিছে।

অর্দ্ধেক তরণী জলে মগ্ন হ'ল,
ডোবো ডোবো প্রায় হয়েছে।
বৃথা চেষ্টা আর বাঁচাতে তরণী,
বাঁচাতে তাদের প্রাণ।
নিমেষের মাঝে তরী ডুবে যাবে,
অতল জলে তারা হইবে শয়ান।
এতেক ভাবিয়া প্রিয়তমা প্রতি,
প্রণয়ী যুবক কহিল,—
"শুন প্রাণেশ্বরী! যত সাধ ছিল,
কিছুই না পূর্ণ হ'ল।
কোথা পিতৃশত্রু নাশিতে যেতেছি,—
কোথা আমাদের প্রাণ গেল,
এবে এস দুই জনে আলিঙ্গিয়া সুখে
করিগে শয্যা অতল জল।"
তখন কমল কহে ধীরে ধীরে,
"চিরসঙ্গিনী আমি গো তোমার;
এবে,—মরণের কালে ও হৃদে থাকিব,
এ হ'তে কি আছে সুখ গো আর।
প্রণয়ীযুগল মনের হরষে,
আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হ'য়ে,

ঝাঁপ দিল পরে তটিনীর নীরে,
দোঁহারে দোঁহা বুকে রাখিয়ে।
পতন শব্দ হইবামাত্র,
বায়ুর সহিত মিলিয়া গেল।
প্রণয়পাশেতে বদ্ধ হ'য়ে তারা
স্বর্গদ্বার মুক্ত করিতে গেল।

১২৯৯ ; ফাল্গুন।

কখন্ বসন্ত এলো ?

কখন্ বসন্ত এলো,
কখন্ হ'ল অবসান।
জানিতে না পেরে মোর
বসন্তে না হ'ল গান।
এবার বসন্ত ঋতু
জাগাতে পারে নি মোরে।
তা ব'লে কি ফুলকুল
বসন্তেতে ফোটে নি রে।
তা ব'লে কি এ প্রকৃতি
নব শোভা ধরে নি রে ?
তা ব'লে কি সমীরণ
ফুল-বাস বহে নি রে ?

তা ব'লে কি পিককুল,
কুহু রবে গায় নি রে;
মধুর পঞ্চম তানে
হৃদয় মাতায় নি রে।
এ বসন্তে মম প্রাণ
মাতিয়ে উঠে নি বোলে,
প্রেমিক প্রেমিকা কি রে
মাতেনিকো মন খুলে ?
আমার নীরস প্রাণ
জাগেনিকো বলে কি রে,
এবার বসন্ত কালে
মলয়াও বয় নি রে।
তা নয়, তখন সুখে
পূর্ণ হয়ে ছিল ধরা,
আমার এ প্রাণ শুধু
হয় নিকো মাতোয়ারা।
বসন্ত গিয়েছে চলে,
হ'ল না রে ফুল তোলা।
কি দেব তোমার গলে,
গাঁথা ত হয় নি মালা।

কখন্ বসন্ত এলো,
কখন্ হ'ল অবসান ;
জানিতে না পেরে মোর
বসন্তে হ'ল না গান।

১২৯৯ ; ফাল্গুন।

বাঁশী।

গান।

খাম্বাজ—একতালা।

ওই শোন সই! বাঁশী বাজে।
চিত, মাতিল সজনি, বাঁশীরব শুনি,
আকুল হৃদি মাঝে।
একে, বসন্ত রাতি, জ্যোছনা ভাতি,
উজল হয়েছে ধরা।
তায়, ফুলের সুবাসে, মদির বাতাসে,
পরাণ পাগল পারা।
এই, নীরব নিশীথে, উঠে কোথা হ'তে,
মধুর বাঁশীর তান।
সখি, বিবশ লো মন, বিভল পরাণ,
শুনি জগৎ-ভুলান গান।

শুনে, বাঁশরীর স্বর, হিয়ার মাঝার,
থেকে থেকে কেন চমকে লো।
সখি, মনে হয় মোরে, বাঁশরীর স্বরে,
'আয় আয়' বোলে কে ডাকে লো।
ওলো, পরাণ পাগল করে, বাঁশীর মোহন সুরে,
ঘরেতে থাকিতে মন না সরে।
সখি, কে বাজায় বাঁশী, চল দেখে আসি,
মোর নাম কেন বাঁশীতে করে।
ওলো, শোন্ শোন্ সই, বাঁশীরব ওই,—
রাধা রাধা বোলে ডাকিছে মোরে।
ওই, কুলনাশা বাঁশী, করেছে উদাসী,
ওলো! রহিতে পারি নে ঘরে।
সখি, পরাণ পাগল ক'রে, কে ডাকে মধুর স্বরে,
কে বাজায় বাঁশী কোন্ সুরপুরে?
চল সই! দেখে আসি তারে।

অতীতের স্মৃতি।

বহু দিন গত হ'ল, নাহি কি স্মরণ,
কি ভিক্ষা চাহিয়াছিনু নিকটে তোমার।
নাহি যদি দিবে, তবে বলিলে না কেন,
ক্ষুদ্র তটিনীরে তুচ্ছ করিবে সাগর,
এ কোন বিচিত্র কথা; অসম্ভব আশা
হৃদয়ে পুষিয়াছিল অবোধ বালিকা।
ভুলে যাও তার সেই দারুণ তিয়াষা,
কিন্তু যেন দলিও না অফুট কলিকা।
হৃদয়ের তীব্র আশা পুড়ে হোক্ ছাই,
স্নেহ চোখে নিরখিও, এই শুধু চাই।
রাখিবে কি চির দিন স্মৃতির মাঝারে?
অথবা ফেলেছ মুছে হৃদি হ'তে তারে?
আমি কিন্তু তোমা কভু ভুলিতে নারিব;
যাবত জীবন র'বে,—সতত পূজিব।

১২৯৯; ফাল্গুন

ছিন্ন মুকুল।

ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত
উপন্যাস।

কনক।

তুমি কি গো স্বরগকুমারী!
শাপভ্রষ্ট এসেছিলে এ অবনী পরে!
এত ভালবাসা ওই ক্ষুদ্র হৃদি পরে
লুকাইয়ে ছিল, তাহা জানিব কি করি?
—প্রণয়ীর বিচ্ছেদ যাতনা
কোমল হৃদয়ে নাহি সহিল।
না মিটিতে অতৃপ্ত বাসনা,
স্বরগকুমারী স্বরগে গেল।

—সরোবর মাঝে কমল কলিকা
না সহিতে পেরে সমীরণ ভার।
না ফুটিতে হায়! বৃন্ত ভেঙ্গে গেল,
ঝরিয়ে গেল পাপড়ী তার।

হীরণ।

ভাল বেসেছিলে যারে, সেও ত তোমারে
দিয়েছিল প্রতিদান, সঁপেছিল মন প্রাণ,
তবে যে পেলে না তারে পৃথিবী ভিতরে,
স্বরগের বালা হায়! সহিতে না পেরে
দারুণ বিরহানল, তাই গেল চলি—
বিরহ নাহিক যথা মিলন কেবলি।
ওই দেখ স্বর্গদ্বারে তব লাগি বালা
দাঁড়ায়ে রয়েছে, হাতে পারিজাত-মালা।
অবনী ভিতরে আর হায়! রবে
কিসের লাগিয়া, মুক্ত ওই স্বর্গের দুয়ার,
প্রণয়ী দোঁহার প্রাণ যাউক মিলিয়া।

নীরজা।

ছিলে তুমি বনমাঝে কুরঙ্গিনী প্রায়,
সংসার সহিত নাহি ছিল পরিচয়।

প্রণয় ত জানিতে না বালিকা সরলা,
বনের হরিণী মত ছিলে গো চপলা।
সে ভাব সহসা কেন হ'ল তিরোহিত ?
প্রণয়ের বীজ হৃদে হ'ল অঙ্কুরিত,
সহসা কাহারে দেখে হইলে মোহিত।
কুরঙ্গিনি! এ কি দশা হেরি আচম্বিত!
দিবানিশি অশ্রুজল ঝরে কার তরে।
কাহারে করিছ পূজা হৃদয়মন্দিরে ?
নয়নের জল বালা সম্বর সম্বর।
তুমি যারে ভালবাস সে জেনো তোমার।
কিছু দিন ছিল দুঃখ অদৃষ্টে লিখন ;
অবশেষে চিরসুখী অনন্ত মিলন।

প্রমোদ।

সরল উদারচেতা, সংসার মাঝারে
কপটতা শিখ নাই, প্রগাঢ় বিশ্বাসে
অকৃত্রিম বন্ধু বলে ভাবিতে যাহারে,
ভিতরে গরল মাখা মধুময় ভাষে
বিশ্বাসঘাতকী সেই তোমারে ছলিত ;
স্বার্থসাধনের তরে বন্ধুতার শিরে
পদাঘাত করিতেও হয় নি কুণ্ঠিত।

কিন্তু,—উদার হৃদয় তব, তাহার উপরে
এক দিন তরে করে নাই অবিশ্বাস।
নিভৃত প্রাণের কথা বলিতে খুলিয়া,
জানিতে না তার মনে কি জাগিত আশ।
জানিতে না সে তোমারে বঞ্চনা করিয়া
হৃদয়ের ধনে তব লয়ে যাবে হরে।
কিন্তু ভালবাসা কভু বিফল না হয়,
পবিত্র প্রেমের বেগ কে রোধিতে পারে?
—একতানে বাঁধা যে গো ও দুটি হৃদয়।

১২৯৯; চৈত্র।

স্মৃতি।

কবে কোন্ সন্ধ্যাবেলা সেই মুখখানি গো
দেখেছিনু যমুনার তীরে।
সে দিনের সান্ধ্যরবি ম্লান ছবিখানি গো
আঁকা ছিল সে মুখের পরে।
মনে পড়ে অফুটন্ত সেই তনুখানি গো
অবসন্ন বিষাদের ভারে।
কে হেন নিঠুর হায়! কেমনে না জানি গো
আঘাতে কমলকলিকারে।
বিষণ্ণ বদনে চেয়েছিল মুখপানে গো
কি যেন বলিতে চায় মোরে।
কথা ত ফুটিল নাহি করুণ নয়ানে গো
চেয়ে র'ল বিষাদের ঘোরে।
আহা! সেই ঢুলু ঢুলু কমল নয়ন গো
ছল ছল করে জলভারে।

মর্ম্মভেদী ব্যথা দেছে, কে আছে এমন গো,
মরি! সে স্বরগ-বালিকারে।
করাল কৃতান্ত সম কঠিন পরাণ গো
তার সেই, যে হেন নিঠুর।
নির্দ্দয় পাষণ্ড সেই পিশাচ সমান গো,
সিংহ ব্যাঘ্র হ'তেও সে ক্রূর।
আহা মরি! নিরুপমা মাধুরীজড়িত গো
তার সেই কচি মুখখানি।
কি যে প্রাণে ঢেলে দিলে হইনু মোহিত গো
হারাইয়া ফেলিনু আপনি।
কমনীয় সে মূরতি আজো জাগরিত গো
আমার এ হৃদয় মাঝারে।
কত দিন—কত দিন হয়েছে অতীত গো
ভুলিতে পারি নি তবু তারে।
সব দেছি বিসর্জ্জন শুধু তারি স্মৃতি গো
ধরি ক্ষীণ হৃদয়ে আমার।
যত দিন মম ভার বহিবে এ ক্ষিতি গো
তত দিন সেই স্মৃতি সার।

১৩০০; আষাঢ়

অকূল সমুদ্র।

অকূল সমুদ্র মাঝে ভেসে চলে যাই, একা,
তৃণ গাছি ধরে।
যে দিকে তাকাই, দেখি সমুদ্রের বীচিমালা
শুধু খেলা করে।
ঊৰ্দ্ধে দেখি মহাশূন্য অনন্ত আকাশ, নীচে
সমুদ্র অপার।
উভয়ের মাঝখানে একেলা দাঁড়ায়ে আছি,
নাই পারাবার।
সমীরণ বহে প্রতিকূল সমুদ্র তরঙ্গ,
তোলপাড় করে।
ভেসে যাই এ বিপদে শুধু সেই আশাসূত্র
তৃণগাছি ধরে।

চিরদিন এমনি কি ভেসে যাব শুধু, কভু
পাব নাক কূল?
অতল অপার এই জলনিধি, ভাঙ্গিবে কি
কভু এই ভুল?
মহাশূন্য স্থানে এই শুনি শুধু সমুদ্রের
ভীষণ গর্জ্জন।
আমিও তাহার সাথে সকাতরে ডাকি সেই
ব্রহ্ম সনাতন।
বিশ্বাস এ মনে,—হবে না বিফল আমার এ
করুণ আহ্বান।
আশা মৃদুস্বরে কহে, 'পরপারে যাবে, সেই
শান্তিময় স্থান।'

১৩০০; আষাঢ়

সেই উচ্চ দুর্গ কার? *

(১)

সেই উচ্চ দুর্গ কার?
বহু দিন পরম্পরা রক্ষা করেছেন যাঁরা,
নয় সে সবার?
তস্করের ন্যায় যেই হরিয়া লয়েছে, সেই
অধিপতি তার?
তস্করের অপমান হবে!
হৃদয় শোণিতে তার, রাজপুত তরবার,
এক দিন রঞ্জিত হইবে!

* শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের জীবন সন্ধ্যা দেখিয়া লিখিত। (৭৭ পৃঃ)

(২)

সেই উচ্চ দুর্গ কার ?

যে কুলের নারী করে যুদ্ধ, দুর্গরক্ষা তরে,

নয় কি তাঁহার ?

রমণীরে বধ ক'রে যেই অধিকার করে,

দুর্গ কি তাহার ?

নারীহত্যাকারী অপমান হবে !

হৃদয় শোণিতে তার, রাজপুত তরবার,

এক দিন রঞ্জিত হইবে।

(৩)

সেই উচ্চ দুর্গ কার ?

যে জন বালক ধন, করেছে অপহরণ,

দুর্গ কি তাহার ?

যে বালক বাস করে আজি পর্ব্বত কন্দরে,

নয় কি তাহার ?

তরবার ধরে সে বালক এবে !

হল্‌দীঘাটার রণে স্নাত তিনি হৃষ্ট মনে

শত্রুর শোণিতস্রোতে, তাঁর অসি রঞ্জিত হই'

লোলুপ হয়েছে এবে।

(৪)

সেই উচ্চ দুর্গ কার?

দুর্গরক্ষা তরে যত হয়েছেন বীর হত,

দুর্গ সে সবার!

যারা দুর্গচ্যুত হয়ে আজি পর্ব্বতেতে রহে,

দুর্গ সে সবার!

সে সময় নিশ্চয় আসিবে,

যে দিন সে রাজপুতগণ দুর্গেরে করিবে আক্রমণ,

শত্রুরক্তে অসি সবে সুখে রঞ্জিত করিবে,

সম্মুখ সমরে দুর্গ লইবে।

১৩০০; আষাঢ়।

প্রথম প্রার্থনা।

করুণা নিদান,
পুরুষ প্রধান,
ঐশীশক্তি দান
কর হে ধাতা।
বলেতে যাহার,
ছয় দুরাচার
রিপু, পরিহার
করিব পিতা।
প্রেম বিতরণ
কর নারায়ণ,
আমি অভাজন,
যাচি তোমারে।

প্রেম বলে তব
বলবতী হব,
সবারে বাঁধিব
প্রেমের ডোরে।
হৃদয় আমার
রয়েছে আঁধার,
ঘুচাও আঁধার,
বিশ্বাস দাও।
পূর্ণ কর হিয়া
ন্যায়ালোক দিয়া,
অসত্য নাশিয়া
সত্যেতে লও।
সংসার ভুলিব,
মায়া কাটাইব,
মগন থাকিব
তোমার ধ্যানে।
বাহ্যজ্ঞান যত
হবে অপগত,
রহিব সতত
অন্তর জ্ঞানে।

হবে কি সে দিন,
হব ব্রহ্মে লীন,
পাপরাশি ক্ষীণ
হবে কি মোর ?
করিয়ে যতন,
করিব সাধন,
হৃদয়ে চরণ
ধরিব তোর।

১৩০০ ; শ্রাবণ

দ্বিতীয় প্রার্থনা।

প্রভু দয়াময় !
বরিষ করুণা,
তোমার অধম
    সন্তানো পরে।
হেথা ভায়ে ভায়ে
বিবাদ কেবলি,
হিংসা দ্বেষ রাগ
    সতত করে।
মূঢ়মতি তারা,
জানে নাকো তাই,
পিতা পরমেশ,
    সন্তান মোরা।

সকল প্রাণী যে
পিতার সন্তান,
ইহা কভু মনে
ভাবে না তারা।
একটি জীবন,
অমূল্য রতন,
ইহা কভু তারা
বুঝিতে পারে ?
তা যদি পারিত,
প্রাণী হয়ে তবে
প্রাণীহিংসা কেন
সতত করে।
ভায়ে ভায়ে সদা
করে দলাদলি,
ভায়ে ভায়ে সদা
করিছে রণ ;
দুর্ব্বল ভ্রাতাকে
করিছে পীড়ন,
ভুলিয়াছে স্নেহ
প্রবল জন।

প্রতিদিন কত
শত শত প্রাণী,
ত্যজিতেছে প্রাণ
তাদের করে।
বিনাশিতে প্রাণী
পারে অনায়াসে,
কিন্তু দিতে প্রাণ
কভু কি পারে ?
তাই বলি পিতা !
বরিষ করুণা,
তোমার অধম
সন্তানো পরে।
এক প্রেম তানে
বাঁধ প্রাণীগণে,
যেন কেহ কারে
হিংসা না করে।
পাপপথ হ'তে
পাপীরে ফিরাও,
ন্যায়ালোক সবে
কর গো দান।

তোমার রাজ্যেতে
সবে ফুল্লচিতে,
যেন দয়াময়!
করে যাপন।
প্রেম রাজ্যে সবে
প্রেম তান তুলি,
গাহিবে সকলে
তব মহিমা।
ফুটাও সবার
অন্ধ নয়ন,
ভাবুক সকলে
সুহৃদ তোমা।

১৩০০; শ্রাবণ।

সুখের আশা।

সহিতে হইবে মোরে, অকাতরে সহিব।
কেঁদে সুখ পাই, সখি! চিরদিন কাঁদিব।
বিন্দু বিন্দু অশ্রু দিয়ে মালা গেঁথে রাখিব;
ভুলে যদি কাছে আসে, গলে তার পরাব।
সে মালা দেখে তার যদি কিছু পড়ে মনে।
পুরাণ দিনের কথা নিমেষে জাগে প্রাণে।
পুরাণ কথা সে স্মরি ভুলেও যদি সে চায়।
পুরাণ কথাতে তার আঁখি যদি উথলায়।
অনিমিখে করিব সে মুখ-সুধা পান।
শীতল হইবে মোর পিপাসিত প্রাণ।
এই আশে শুধু সখি রেখেছি জীবন।
এই আশে লাগে ভাল করিতে রোদন।

নিশিদিন গাঁথি এই কল্পনার মালা।
সে সুখের দিন কভু আসিবে কি বালা?
বল্ লো সজনি বল্ আমার এ আশা
হইবে সফল, কিবা পাইব নিরাশা?
ওহে পিতা পরমেশ! যাচিহে তোমারে,
আমার এ আশা যেন ভেঙ্গো না অঘোরে।

১৩০০; শ্রাবণ।

পত্র।

শ্রীমতী রসমুঞ্জরী ভগিনী
প্রাণাধিকাযু।
ভাগলপুর।

বহুদিন পরে আজি তোমার লেখনী,
মধু বরষিল প্রাণে, শীতল ধমনী।
আমার এ তপ্ত হৃদে বারি বরষিল,
নিমেষের তরে প্রাণ পুলকে পুরিল।
সজনি লো যত সুখ হয় দরশনে,
তত সুখ হয় কভু পত্র পরশনে?
কিন্তু কি করিব সখি! উপায় ত নাই,
পত্র লিখে শুধু তাই এ খেদ মিটাই।
ঠিক লিখিয়াছ সখি, "ভালবাসা এ সংসারে
দেবের দুর্লভ ধন, সবে কি বুঝিতে পারে?"

জানিলে কি হবে দিদি! মন যে লো মানে না;
হৃদয় দমন সখি! করিতে যে পারি না।
প্রেম দিয়ে হাসি নিতে প্রাণ যে লো চায় না;
মুখে বলে ভালবাসি, এ কথা যে সয় না।
স্বর্গ হ'তে প্রণয় এসেছে ধরা 'পরে,
তার অপমান হৃদি সহিতে কি পারে?
এ সংসারে কারো নীচ কারো উচ্চ স্থান।
মিলন হইলে ভাল সমান সমান।
গুমরিয়ে থাকি সদা মনে নাই সুখ।
থেকে থেকে হুহু ক'রে জ্বলে ওঠে বুক।
একেলা থাকি লো সদা, সঙ্গী কেউ নাই।
দুদণ্ড মনের কথা কার সাথে কই।
পত্রেতে মনের ভাব ব্যক্ত নাহি হয়।
যদি লো সাক্ষাতে পাই, দেখাই হৃদয়।
সুখের শৈশব কাল হইয়াছে গত;
নিবিড় আঁধারময় কৈশোর আগত।
বাল্যের সে সুখস্বপ্ন আর না ফিরিবে,
চিরজীবনের তরে হারায়েছি সবে।
বনকুসুমের ন্যায় ছিলাম কেমন।
শুধু এক ঘটনাতে হইল এমন।

কালের অদ্ভুত চক্র এমনি ভগিনী!
ভবিষ্যতে কি হইবে, আগে নাহি জানি।
স্বপ্নেও কি জানিতাম হইবে এমন।
বাল্যসখীদের সাথে বিচ্ছেদঘটন।
স্বপ্নেও কি জানিতাম প্রাণের ভগিনী!
আর না দেখিতে পাব ওই মুখখানি।
স্বপ্নেও কি জানিতাম, জন্মনিকেতন
আর না হেরিতে পাব থাকিতে জীবন।
স্বপ্নেও কি জানিতাম, জনমভূমিতে
অভাগী কখন আর পাবে না যাইতে।
শুনেছি ভগিনী! এই পুরাণেতে কয়,—
'জন্মভূমি মাতা হ'তে স্বর্গ কিছু নয়।'
জনমভূমির তরে অমূল্য জীবন
কত বীর সঁপিয়াছে, না যায় গণন।
জন্মজন্মান্তরে কত ক'রেছিনু পাপ,
তাই সব বিষয়েই পেতেছি সন্তাপ;
তাই কেঁদে কেঁদে মম পরাণ শুকাল,
দারুণ সন্তাপে তাই হৃদয় ভাঙ্গিল।

১৩০০; ২০ শ্রাবণ।

নক্ষত্র।

কে তোমরা বল গো আমায়!
জানিতে পরাণ সদা চায়।
অনন্ত নীলিমা মাঝে অসংখ্য হীরক কণা
যেন শোভা পায়।

দিবসে কাহার ভয়ে থাক সবে লুকাইয়ে,
রজনীতে দরশন দাও।
তোমরা কি স্বর্গের প্রদীপ?
তাই বুঝি সন্ধ্যাকালে স্বরগনিবাসী যত,
ঘরে ঘরে জ্বালে সন্ধ্যাদীপ।

অথবা, আছে কি হোথা রতনের খনি?
নিবিড় রজনী কোলে তাই বুঝি জ্বলে হোথা,
শত শত মরকত মণি।

তোমরা কি দক্ষসুতা, দারা চন্দ্রমার ?
নিত্য তাই পতি সহ, প্রশান্ত শয্যার তলে
সতীর মাহাত্ম্য বুঝি করহ প্রচার ?
শুনেছি স্বরগে আছে রমণীয় স্থান,
দেবেন্দ্র কামিনী যথা, বিহার করেন সদা,
নন্দনকানন সেই স্বরগ-উদ্যান ;
আছে নাকি তথা দেবের দুর্লভ ধন ;
পারিজাত ফুল, যাহা যতনে গাঁথিয়া মালা,
দেবরাণী শচী, কণ্ঠে করেন ধারণ।

তোমরা কি পারিজাত আছ অমরায় ?
অনন্ত নীলিমা মাঝে, ঐ ত্রিদিবের কাছে,
সুদূরে—অতি দূরে—অতি দূরে দেখা যায়।
অথবা পুণ্যাত্মাগণ সুকৃতির ফলে,
লভিয়াছ উর্দ্ধদেশ, করহ প্রচার তাই—
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝি ধরণীমণ্ডলে।

বলেন বিজ্ঞান্‌বিদ্‌,—শুধু গ্রহচয়।
সূর্য্যকেন্দ্র পানে সবে চলিয়াছ তীরবেগে,
পৃথিবীও গ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়।

এইরূপে কত জন কত কথা বলে।
আমি কিন্তু সত্যতত্ত্ব ভাবিয়া না পাই কিছু,
কে তোমরা দেখা দাও আসি নিশাকালে?
নীরব নিশীথে যবে স্তব্ধ চারিধার,
তখন আকাশ তলে, অসংখ্য তারকা জ্বলে,
কি শোভা দেখিতে আহা কিবা চমৎকার!
ধন্য পরমেশ তাঁর মহিমা অপার!
সৃজিত যাঁহার এই, অপার রহস্যময়ী,
প্রণিপাত করি আমি তাঁরে বার বার।

১৩০০; শ্রাবণ

পত্র।

শ্রীমতী————

পরমস্নেহাস্পদেষু।

বহুদিন পরে আজি লিখিতে তোমায়
হয়েছি উদ্যত, করিও না উপহাস;
হাসিও না মনে মনে, অথবা তোমার
যাহা ইচ্ছা কোরো, যদি আমার এ লিপি
না পড়িতে ইচ্ছা হয়, ছিন্ন কোরে ফেলো;
কিছুই হবে না ক্ষতি তাহাতে আমার।
হইয়াছে সাধ মম লিখিতে লেখনী,
পাঠাতে তোমার পাশ লিখিনু লো তাই।
দেখাও না কারে ক্ষুদ্র আমার এ লিপি,
এ মিনতি রাখিবে কি? পুরাবে কি আশ!

পুনঃপুনঃ লিখি তোমা দেখাও না কারে;
আমার এ লিপি যদি তোমার হৃদয়ে
অসুখ প্রদান করে, ছিন্ন কোরে ফেলো,
হইব তাহাতে সুখী অভাগিনী আমি।
পাবে কোথা অভাগিনী মধুময় কথা
তুষিতে তোমার মন, শোন বলি তার
হৃদয়ের অন্তস্তলে নিহিত যা আছে।
সে বিষাদ, সে গভীর মর্ম্মভেদী কথা
শোন তবে। অভাগিনী বলিবে তোমারে
অসঙ্কোচে, নীরব প্রাণের ব্যাকুলতা।
তাচ্ছীল্য করিবে তুমি? ক্ষতি নাই তাতে,
আমি যে বহিতে পারি পাষাণের ভার।
বলিব তোমারে তাই, শোন বা না শোন,
বুঝ বা না বুঝ, মম হৃদয়ের ব্যথা।
ধূ ধূ করে মরুভূমি মরীচিকাময়ী,
অনলের প্রায় বায়ু বহিছে সদাই।
যে দিকে ফিরাই আঁখি ধূ ধূ করে বালি,—
সুশ্যামল ভূমি কোথা দেখিতে না পাই।
কঙ্কর বালুকারাশি চিক্ মিক্ করে,
প্রচণ্ড সূর্য্যের করে জলের মতন।

পিয়াসাতে কণ্ঠাগত প্রাণ, বারিভ্রমে
পানের আশায় অহো! ধাই দ্রুতবেগে।
একি রে মায়ার খেলা, বিধির চাতুরী!
পিপাসিত জনে এত ছলনা কি লাগি?
বুঝিতে পারি না হায়! উন্মাদিনী আমি,
এ দারুণ পিয়াসায় কোথা পা'ব নীর?
আমার পিয়াসা কেহ মিটাইতে পারে?
ভীষণ সাহারা মাঝে আমি একাকিনী।
প্রান্তর কোথায় আছে নাহি জানি তাহা।
(অথবা) জানি জানি মহাশূন্যে ওই সেই স্থান।
যে দিন ওখানে যাব, ভীষণ পিপাসা,—
মিটিবে না এ জনমে, মিটিবে তখন—
বুঝিতে পেরেছি, তাই মরীচিকা মাঝে
দাঁড়ায়ে, তাকায়ে আছি মহাশূন্য পানে।

*　*　*　*

আশা কি করিতে পারি পত্রের কারণ,
দিবে কি উত্তর তুমি? জিজ্ঞাসি তোমারে।

১৩০০; শ্রাবণ।

যমুনা-জাহ্নবী। *

যমুনা।

অসীম তোমার প্রেম ক্ষুদ্র মোরে টেনে আনে।
তোমার প্রেমের গাথা শুনি সদা আন মনে।
মধুর কাকলীকণ্ঠে স্বরগ বীণার তার
বাজে আহা কি মধুর! ঝরে সদা প্রেম-ধার।
আপনার প্রেমে দিদি! মগ্ন তুমি চিরদিন,
পাশে আমি বহে যাই লয়ে শুধু স্মৃতি ক্ষীণ।
সমুখেতে কত ছবি ভাঙ্গে গড়ে বার বার।
কোথায় বুঝিতে নারি এ রহস্য পারাবার।
আকুলতা প্রাণে ল'য়ে পাশাপাশি বহে যাই,
তোমার প্রেমের গান নীরবে শুনিতে পাই।

---

* ভগিনী শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনীর "যমুনা-জাহ্নবী" পাঠ করিয়া লিখি

অসীম তোমার প্রেম আকর্ষণ করে প্রাণ;
সাধ যায়, তব সাথে আমি করি যোগদান।
আকুলতা ভেসে যাক্, হয়ে যাই আত্মহারা;
সাধ যায় দুই প্রাণ হয়ে যাক্ একাকারা।

জাহ্নবী।

বহে যাই আন্ মনে মিলনের গান গাই।
কত দৃশ্য, কত ছায়া সমুখে দেখিতে পাই।
ও সবে নাহিক দৃষ্টি, আছি শুধু ভাবে ভোর;
চেয়ে আছি, কবে এই কাটিবে বিরহ-ডোর।
ভাবি শুধু কত দিনে অনন্তে মিশাব প্রাণ;
মিলনের সুরে তাই গাই অনন্তের গান।
আমার প্রেমের গাথা তুমি কি শুনিবে বোন্?
এস তবে এস দোঁহে মিলাই হৃদয় মন।
কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়ে গাই অনন্তের গান।
একই প্রবাহে এস মিশাই উভয় প্রাণ।

১৩০০।
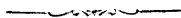
তৃতীয় প্রার্থনা।

আঁধার এ হৃদি আলোকিত কর,
কঠিন এ প্রাণে বরিষ প্রেম ;
মৃত এ জীবনে অমৃত সিঞ্চহ,
গলিয়ে লৌহ হউক হেম।

শূন্য এ হৃদয় মন্দির আমার,
চাহি বসাইতে তোমায় পিতঃ!
ভক্তিপুষ্পে নাথ! পূজিব তোমা,
গাহিব তোমারি মহিমা গীত।

এত দিন অন্ধ ছিল এ নয়ন,
দেখিতে পাই নি পরশ-মণি।
মণিভ্রমে কাচ লয়ে খেলাতাম,
নিকটেই ছিল রত্নের খনি।

সে ভুল আজিকে ভেঙ্গেছে পিতা,
চিনেছি হে নাথ আজি তোমায়।
বুঝেছি আজিকে তোমার রূপে,
পূর্ণ এ ধরা, তুমি বিশ্বময়।

তব জ্যোতিকণা তপনেতে দেখি,
সুধাকর পূর্ণ তোমারি প্রেমে।
তোমার মধুর হাসিকণা নাথ,
বিকাশে প্রফুল্ল প্রসূন দামে।

যে দিকে নেহারি, হেরি তব রূপ,
বিশ্ব চরাচরে তোমায় দে'খে
ক্ষুদ্র এ হৃদয় উথলি উঠেছে,
—ওই·অপরূপ রূপেতে সখে!

শূন্য এ হৃদয়-মন্দির আমার,
চাহি বসাইতে তোমায় আজি।
বিরাজ হে দেব, পূর্ণ কর হৃদি,
লও হে ভকতি-কুসুম-রাজি।

১৩০০; শ্রাবণ।

পল্লীগ্রামে প্রভাত।

রাত পোহাল, প্রভাত হ'ল,
উষা-সতী এল।
চাঁদের আলো নিবিয়ে গেল,
আকাশ উজল হ'ল।
পূব আকাশে, প্রান্ত দেশে
রাঙ্গা মেঘ ভাসে।
সোণার বরণ তরুণ তপন
দেখা দিলেন এসে।
পাখী সকল করে কল্ কল্
উষার সাড়া পেয়ে,
হরষ ভরে বেড়ায় উড়ে,
নীল গগনের গায়ে।

সব বাড়ীতে, উঠানেতে
গোবর-জল পড়ে।
কেউ বা মাজে রাতের বাসন,
পুকুরের পাড়ে।
যাচ্চে চলে, পুকুর জলে,
বউ ঝিরা সব যত;
নলক নাকে, কলসী কাঁকে,
গল্প কর্‌ছে কত।
কৃষক সকল, কাঁধে লাঙ্গল,
পাঁচন-বাড়ী হাতে।
গরু লইয়ে, যায় চলিয়ে,
মাঠের পানেতে!
পোড়ো সকল, করে কোলাহল,
পাততাড়ী হাতে।
যার জোটে যা, খেয়ে ত্বরা,
পাঠশালে যেতে।
পূব আকাশে, সূয্যি ভাসে,
সোণার থালার মত।
রূপের প্রভায়, জগৎ মাতায়,
দিক্ উজলায় যত।

বড় ঠাকুরকে, আস্‌তে দেখে,
কুমুদ মুখ ঢাকে।
গরবিনী কমল-রাণী
প্রাণকান্তে দেখে,
উঠ্‌লো ভাসি, ফুট্‌লো হাসি,
ঘোম্‌টা খুলে ফেলে।
পুকুর জলে, শতেক দলে,
তনু ভাসিয়ে দিলে।
কমল বাসে ভোম্‌রা আসে,
গুণ্ গুণ্ গুণ্ ক'রে,
সরোজিনীরে, সোহাগ করে,
মধু পাবার তরে।
ঝির্ ঝির্ ঝির্, প্রভাত সমীর,
খেলিয়ে বেড়ায়।
মিষ্টি কথায়, পদ্মে ভোলায়,
সৌরভ নিয়ে ধায়।
বালক রবি, কমল ছবি,
দেখে লালসা বাড়ে।
পুকুর জলে খেলার ছলে,
চিক্ চিক্ চিক্ করে।

কমল দলে, ঢলে ঢলে,

কে কার গায়ে পড়ে ;

পঞ্চবাণ, রবির প্রাণ,

দেয় আকুল করে।

মেটাতে যত না পারে, তত

অগ্নি জ্বলে বুকে।

নিজেও পোড়ে, দগ্ধ করে,

সকল প্রাণীকে।

প্রভাত বেলায়, পাড়া গাঁয়

এরূপ শোভায়।

কার বল না মন প্রাণ

মুগ্ধ নাহি হয় ?

১৩০০ ; ১ ভাদ্র।

নদীর তীরে।

নদীর তীরে সারা বেলা,
আপন মনে করি খেলা,
চেয়ে দেখি সন্ধে বেলা,
সবাই গেছে চলে।

আমিই শুধু এ পারে,
রয়েছি এক্‌লা পোড়ে,
মত্ত ছিনু খেলার ঘোরে,
কখন গেছে ফেলে।

সঙ্গী নাই কেহ আর,
চ'লে গেছে যে যাহার,
এবে কিসে হব পার,
তরণী নাহি আর।

ঐ যে হোথা ধীরি ধীরি,
যায় এক খানি তরী,
"ওগো মোরে দয়া করি
করিয়া দাও পার।

আন্ মনে খেলায় ভুলে,
আমিই শুধু একা কূলে
বসে আছি, লও গো তুলে,
এই সন্ধ্যা-আঁধারে।"

কেহ ত গো শুনিল না,
তরী কূলে আসিল না,
আমারে ত লইল না,
রহিনু একা পড়ে।

১৩০০ ; ২ ভাদ্র।

জ্যোৎস্না।

মধুরতাময়ী অয়ি জ্যোছনা-সুন্দরী!
ছড়াও বিমল বিভা কি সুন্দর মরি!
দেখিয়ে অতৃপ্ত,—সাধ জ্যোছনা অমিয়া
করি পান, মাখি বুকে ছানিয়া ছানিয়া।
হেসে হেসে তুই শুধু পড়িস্ ঢলিয়ে।
প্রকৃতি রাণীর তুই পাগলিনী মেয়ে।
দুরন্ত মেয়ের মত হেসে লুটোপুটি,
তোরে চেয়ে সারারাতি দেখি এক দিঠি।
দেখিতে দেখিতে আমি তোতে ডুবে যাই,
যেন ওই হাসি ছাড়া আর কিছু নাই।
আমি আর যত এই বাহির সংসার,
জ্যোছনাতে মিশে হয়ে গেছে একাকার।

আত্মহারা হয়ে যাই দেখিতে দেখিতে,
বিভোর হইয়ে রহি তোমার ধ্যানেতে।
স্বপ্নরাজ্য গেলে ভেঙ্গে দেখিনু চাহিয়া,
পাগলিনী মার বুকে পড়েছে ঘুমিয়া।

১৩০০ ; আশ্বিন।

পত্র।

শ্রীমতী রসমুঞ্জরী ভগিনী

প্রাণাধিকাষু।

ভাগলপুর।

পেয়েছি তোমার পত্র প্রাণের ভগিনী
বহু দিন পরে। কত সুখ হ'ল হৃদে
বর্ণিব কেমনে, এ যে সামান্যা লেখনী,
পেতাম কাগজ যদি আকাশের মত,
যদি লো সহস্র হস্ত হইত আমার,
তড়িৎ কলম যদি মেঘমালা কালি
হইত, না পারিতাম জানাইতে তবু
আমার এ হৃদয়ের আনন্দের রাশি।

হৃদয়ের ভাষা কভু প্রকাশিত হয় ?
হৃদয়ে হৃদয়ে ভিন্ন জানান কি যায় ?
তাই বলি রস ! তোরে কি জানাব আর,
হৃদয়ের ভাষা পড় হৃদয়ে তোমার।
কেমন আছি লো আমি লিখেছ লিখিতে,
ভাল আছি কেমনেতে লিখিব ভগিনী !
মনোদুখে আছি ভাই তোমাদের ছেড়ে,
এক তিল সুখ আর নাই এ হৃদয়ে।
তবে লো কেমনে লিখি ভাল আছি আমি।
তোমার কি বল ভাই, পতির প্রণয়ে
সুখী আছ নিশিদিন, বাল্যসখীদের
সাথে নিরবধি সই করিস্ যাপন।
আমারে না দেখে শুধু কি হইবে তবে,
তবু যে করেছ মনে লিখিয়াছ চিঠি,
সে তোমার সারল্যের শুধু পরিচয়।
ওই সরলতা গুণে বদ্ধ আছি আমি।
সেই হেতু সাহসিয়ে লিখিতেছি তোমা,
যদিই লিখেছ চিঠি, লিখো মাঝে মাঝে,
পত্ররূপ বারিদানে তাপিত পরাণ
সুশীতল কোরো সখি, এই ভিক্ষা চাই।

রস !

প্রাণাধিকে প্রিয়তমে ভগিনী আমার,
লিখেছ তোমার নাথ ছাড়িয়ে তোমায়
গেছেন স্বদেশে। অহো! কি নিষ্ঠুর তিনি,
সরলতাময়ী রস! ভগিনী আমার,
কেমনে সহিবে আহা বিরহের ভার।
—নিঠুর বলিনু আমি নাথেরে তোমার,
এ বাক্য প্রয়োগে যদি হয়ে থাকি দোষী,
ক্ষমিও আমারে তব সরলতা গুণে।
তোমার কোমল প্রাণ, বিরহের জ্বালা
কেমনে সহিবে, সখি বলিয়াছি তাই।
পুরুষ কঠিন বড় নিরমম হিয়া,
দয়া মায়া লেশ নাই তাদের পরাণে,
অকাতরে অবলারে বিরহ-সাগরে
নিমজ্জিত করে, আহা! জানে নাকো তারা
কত ক্লেশ সয় ইথে সরলা রমণী।
সে যা হোক প্রাণসখি! প্রাণেশ তোমার,
নিতি নিতি লিপি দানে তোমার অন্তর
করেন শীতল কি না, লিখিও আমায়।
উৎসুক হয়েছি বড় জানিতে সে কথা।

আর কি লিখিব ভাই কি লেখার আছে ?
পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব কোরো না।
তুমি যে কেমন আছ সকলই জানি,
চন্দ্রের বিহনে দিনে যথা কুমুদিনী।
চন্দ্রের উদয়ে রাতে হরষিত মনে
প্রস্ফুটিত হয় যথা কুমুদিনী সতী।
তোমার হৃদয়াকাশে চন্দ্রের উদয়
হইবে যখন, সখি! তুমিও তখন
আনন্দে মগন হবে, নিরানন্দ ত্যজি।
অনেক লিখেছি আজি, এবে তবে আসি।
কে কেমন আছে তাহা জানিতে প্রয়াসী।
গুরুজনগণে মম জানায়ো প্রণাম,
সাদরে বিদায় লই আজিকার মত।

১৩০০ ; কার্ত্তিক।

পত্র।

বাল্যসখী—

শ্রীমতী কমলিনী দেবী

স্নেহাস্পদেষু।

ভাগলপুর।

ভুলেছ আমায় তুমি, 'মৃণালিনী' বোলে
ছিল যে বালিকা, বোন! ভুলিয়াছ তাহা।
ভুলাই সম্ভব; হ'ল গত বহু দিন,
দেখা হয় নাই সখি! তোমার সহিত।
কিন্তু সখি! বহু দিন—বহু দিন হ'ল,
যবে পড়িতাম মোরা দোঁহে এক সাথে
ভাগলপুরেতে, ভাই! মনে আছে তব
কত ভাব ছিল দোঁহে, এক প্রাণ মন,
অন্তরে অন্তরে বাঁধা ছিল দৃঢ়পাশে।

তুমি-আমি, আমি-তুমি, ভিন্ন ভাব নাই,
কালের প্রবাহ সাথে গিয়াছ তা ভুলি ?
কিন্তু সখি ! ভুলিতে পারি নি আমি তোমা।
অহর্নিশি জাগরূক হৃদয় মাঝারে
তব নাম, 'কমলিনী' বাল্যসখী মম।
মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে ভালবাসি তোমা,
এ কথা কি বিশ্বাসিবে ? অথবা এখন
হয়েছে অনেক বন্ধু তোমার সজনি,
আর কি সে ভাল লাগে 'মৃণালিনী' নাম !
কালের অনন্ত স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া,
মুছে গেছে স্মৃতি ক্ষীণ বাল্যসখীদের।
কিন্তু ভাই ! এ হৃদয় পারে নি ভুলিতে,
বাল্যসখীদের সই, সদা পড়ে মনে।
কোথায় তাহারা এবে, কোথা আজ আমি,
কালস্রোতে কত দূরে এসেছি ভাসিয়া।
না ফিরিবে এই স্রোত এ জনমে আর,
জীবনের পর পার ভেসে চ'লে যাব।
বাল্যের মধুর স্বপ্ন গিয়েছে ভাঙ্গিয়ে।
আর সে স্বপন কভু আসিবে না ফিরে।
তথাপি অবোধ মন মানে না প্রবোধ,

পুনঃ আজি তাই তোমা লিখি এ লেখনী।
আর সবে একেবারে গেছে মোরে ভুলি,
প্রাণের অধিক ভাল বাসিতাম তোমা।
কণামাত্র স্মৃতি যদি থাকে তব হৃদে,
যদি মনে পড়ে সেই পুরাতন কথা,
বুঝি 'মৃণালিনী' বোলে ছিল কোন জন।
কোনো কালে ভালবাসি বলেছিলে বুঝি,
এবে শুধু ছায়ামাত্র আছে কি না আছে!
ছায়ার মতন যদি ভেসে চলে যায়
অন্তরে, সে কবে কার পুরাতন কথা।
তাই আজি প্রাণসখি! লিখি এই লিপি,
যদি মনে পড়ে পুন 'মৃণালিনী' নাম।
ইতিপূর্ব্বে দিয়েছিনু পত্র একখানি,
পেয়েছিলে তুমি তাহা শুনেছি তা আমি,
আশা ছিল দেবে তুমি নিশ্চয় উত্তর।
ভুলেছ যে এরি মাঝে তত ভালবাসা,
এ সন্দেহ প্রাণে মম হয় নি উদয়।
ক্রমে ক্রমে এক দিন দুই দিন ক'রে
সপ্তাহ হইল গত, উত্তর না এল।
তখনো নিরাশা হৃদে পায় নিকো স্থান,

তখনো পাইব পত্র আশা ছিল মনে।
ক্রমে মাস গত হ'ল, তবুও দিলে না
উত্তর, আশায় আমি চাতকিনী প্রায়।
নিরাশ করিলে তুমি, বুঝিনু তখন
তোমার সে ভালবাসা অন্তরের নয়।
তা হলে কি নিরাশ করিতে কভু মোরে ?
—আমি ভাল বাসিতাম তখন যেমন,
এখনো সে ভালবাসা হয় নিকো হ্রাস।
লিখেছিনু তাই চিঠি তোমারে সজনি,
মনে করা দূরে থাক্, দিলে না উত্তর।
অথবা সামান্যা আমি, তোমার লেখনী
পাব আমি, এত ভাগ্য হবে কি আমার ?
এক বার যবে আমি হয়েছি নিরাশ,
কি সাহস পেয়ে পুনঃ লিখি এ লেখনী,
জিজ্ঞাসিতে পার। তার শুনিবে কারণ ?
—গতরাত্রে স্বপনেতে দেখিলাম যেন,
পেয়েছি তোমার দেখা বহু দিন পরে।
হরষে আমার চিত মাতিয়া উঠিল,
আলিঙ্গনে বদ্ধ ক'রে জিজ্ঞাসিনু তোমা,
"শিখেছিলে কোথা সখি! এতেক ছলনা ?

সখীরে তোমার এত দুঃখ দিতে হয়?
প্রিয়সখি! কেন মম পত্রের উত্তর
দাও নাই? তুমি ভাই বড়ই নিঠুর।
সেই 'কমলিনী' তুমি বিশ্বাস না হয়।"
কত কথা কহিলাম দুই জনে বসি,
পুরাতন কথা কত অতীতের স্মৃতি।
পরিশেষে হাতে মম চিঠি এক খানি
দিলে তুমি, যেমন পড়িতে যাব আমি,
চক্ষু মেলে চেয়ে দেখি কোথা কিছু নাই।
কোথায় বা চিঠি, আর কোথায় বা তুমি!
উঠে বসি বিস্ময় করিনু জ্ঞান আমি,
বিবেচনা করে শেষে লিখি এই চিঠি,
ক্ষীণ আশা জাগে হৃদে, পাইব উত্তর।

১৩০০; কার্ত্তিক।

আকুল হৃদি।

গান।

সিন্ধু—মধ্যমান।

হৃদয়! কেন রে এত আকুল হইল রে!
মিছে কেন দিবানিশি ঝরে আঁখি জল রে।
আমি ভালবাসি যারে, চাহে না ত সে আমারে,
তবুও তাহারে কেন ভুলিতে না পারি রে।
যে যাতনা নিশি দিন, দহিছে এ হৃদি ক্ষীণ,
সে যাতনা কাহারে ত দেখাইতে নারি রে।
অন্তরে গুমরে র'ব, প্রকাশি নাহিক কব,
যারে জানাইতে চাই, আমার ত সে নয় রে।
—বেঁধেছি পাষাণ দিয়ে এ তপ্ত হৃদয় রে।
হৃদয় যাতনা ঘোর, হৃদয়ে থাকুক মোর,
নিবারিব নয়নেই নয়নের জল রে।

১৩০০; কার্ত্তিক।

৮ সরোজিনী।

পরমপূজনীয়া পরলোকগতা অগ্রজা সহোদরা
ভগিনী সরোজিনীর প্রতি।
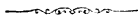
কোথা সরোজিনী,
প্রফুল্ল নলিনী,
প্রাণের ভগিনী,
এবে কোথায় ?
পতিরে রাখিয়ে,
এ মায়া কাটিয়ে,
মোদের ত্যজিয়ে,
গেলে কাঁদা'য়।

এ সংসার হ'তে,
কোন সুদূরেতে,
বিভুর কোলেতে,
সখি বসিয়ে ;
জননীর কোল,
জনকের বোল,
ভুলেছ সকল,
তাঁরে পাইয়ে।
শুধু তোমা তরে,
সদা আঁখি ঝরে,
সেই জননীরে,
দিদি ভুলেছ ?
ভাই ভগিনীরে,
ভুলেছ সবারে,
প্রাণের পতিরে
ভুলে রয়েছ ?
দেখ দেখ দিদি !
অয়ি সাধ্বী সতী,
তব প্রাণপতি
ভুলে তোমায়,

ভুলে তব প্রেমে,
পুন নিজ বামে,
তোমার আসনে,
কারে বসায়।
শুধু বাতুলতা,
মিছে কাতরতা,
আমার এ ব্যথা,
জানাব কারে ?
তুমি আছ যথা,
শোক দুঃখ ব্যথা,
নাহি পশে তথা,
সুর নগরে।
ত্যজে মোহমায়া,
মানবীর কায়া,
ভূষিত হইয়া,
মন্দার ফুলে।
ফুলময় যানে,
দেববালা সনে,
গাইছ সঘনে,
সুতান তুলে।

তুমি গো ভগিনী,
সতী-সীমন্তিনী,
তাই দেব-রাণী
পূজে তোমায়।
যত দেববালা,
হাতে লয়ে ডালা,
পারিজাতমালা,
তোমা পরায়।
বড় দুখ পেয়ে,
গিয়াছ চলিয়ে,
অমর আলয়ে,
অয়ি সরোজে!
বিরাজ সজনি,
দেবের কামিনী
অমরা-বাসিনী
অমরা মাঝে।

১৩০০; অগ্রহায়ণ।

বিরহিণীর উক্তি।

আশার আশায় আছি শুধু হায়!
কবে দেখা হবে, জানি না।
আমারই মত ছিল যারা যত,
সকলেই এবে সুখে মগনা।
আমিই সজনী দিবস রজনী,
নাথের বিরহে করি যাপনা।
আসি ব'লে গেল, কত দিন হল,
এখনও তবু ত এলো না।
অনুক্ষণ হায়! নাথের আশায়,
আছি চেয়ে, হয়ে উন্মনা।
বিফল আমার আশা শুধু সার,
বুঝি এ শুধুই কল্পনা।
নয়নেতে জল বহে অবিরল,
হৃদয়েতে শুধ বেদনা।

ওঠে মাঝে মাঝে দীরঘ নিশাস,
প্রাণে জাগে শুধু ভাবনা।
নীরব নিশীথে প্রকৃতির কোলে,
যবে, হারায় সকলে চেতনা ;—
ওগো, আমার এ চোখে, আসে না ত ঘুম,
শুধু, আমিই তখন সহি যাতনা।
বিছানায় শুয়ে, নয়ন মুদিয়ে,
করি, অতীতের স্মৃতি কল্পনা।
কত দিনকার, কত না সোহাগ,
নাথের আদর-বচন কত না!
ওঠে জেগে জেগে প্রাণের ভিতরে,
কত দিন কার মধু ঘটনা।
ভাবিতে ভাবিতে হারাইয়ে ফেলি,
স্মৃতির' মাঝারে আপনা।
নাথে পাই যেন বুকের মাঝারে,
আলিঙ্গিতে দেখি,—কেহ না!
নয়নের জলে ভিজেছে বসন,
শূন্য পড়ে আছে বিছানা!
কভু, পাতার মর্ম্মর শুনিয়ে শ্রবণে,
উল্লাসেতে হৃদি মগনা।

মনে হয়,—বুঝি আসিছেন নাথ,
ছুটে যাই, দেখি হায়! কেহ না।
আশা মায়াবিনী দিবস রজনী,
দাও মোরে শুধু যাতনা।
ওগো, অনাথিনী আমি, আমারে ছলিতে,
কি আমোদ পাও, বল না?
কত স'বো আর বিরহের ভার,
কত স'বো আশা ছলনা।
তনু দিন দিন হইতেছে ক্ষীণ,
বুঝি, এ জনমে দেখা হলো না।
তিল তিল কোরে মরণ আমারে,
লয় টানি পাশে আপনা।
সাধের জীবন ফুরায় আমার,
কিন্তু হায়! আশা পূরিল না!
"তোমারে ছাড়িয়ে থাকিতে কি পারি,
আসিব ত্বরায় ভেবো না।"
গেছে এই বোলে, মাথার উপরে,
বর্ষ গেল চলে—এল না।
হায়! তত ভালবাসা গেছে কি ভুলিয়ে,
তার, আর কি আমায় মনে পড়ে না?

তবে,—আর কিগো তার মরম শিরায়,
প্রেমের হিল্লোল বহে না ?
তিলেক না দেখে, যাহার হৃদয়ে,
বাজিত বিরহ বেদনা ;
কেমনে সে আজি রয়েছে পাশরি,
ভুলেও কি মনে করে না ?
ভুলেছে নিশ্চয় হয়েছে নিঠুর,
নহিলে কি দিত বেদনা।
প্রেম-সুখ-রবি গেছে অস্তাচলে,
তবে, মিছে এ জীবন ধারণা।
অশ্রুমালা গেঁথে রেখেছি পরাতে,
বুঝি, তাহারে পরা'ন হলো না।
বুঝি, জীবনের সাধ ফুরায় আমার,
ফুরায়' প্রাণের বাসনা !

১৩০০ ; পৌষ।

দারুণ পিয়াসা।

(১)

এখনো পরাণ মোর,
মেটে নি পিয়াসা তোর ?
তাই,—শুনি হাহাকার।
জগতের সুনিয়ম,
এখনো হৃদয়ঙ্গম,
বুঝি,—হয় নি তোমার।

(২)

অচেনা অজানা তারা,
তুই কেন আত্মহারা
হয়ে চাস্ করিতে বন্ধন।

তারা তোরে বুঝিল না,
ফিরেও ত চাহিল না,
দেখিল না প্রাণের বেদন।

(৩)

এ বিচিত্র ধরাতলে,
সবাই ত হাসে খেলে,
আসে যায় সবাই ত গায়।
তুই কেন নিরিবিলি,
কাঁদিস্ আপনা ভুলি,
কেন চাস্ বাঁধিতে সবায়?

(৪)

যাচিয়ে আপনা দান,
করিতে চাহিস্ প্রাণ!
কিন্তু তারা উপহাস করে।
হেসে শুধু চ'লে যায়,
কঠিন চরণ ঘায়
বুক তোর নিপীড়িত ক'রে।

(৫)

হায়! তারা দেখেও দেখে না,
তারা শুনেও শুনে না,
উপহাসি' শুধু চ'লে যায়।
তাই বলি প্রাণ মোর,
রেখে দে ও আশা তোর,
হাহাকারে আর কাজ নাই।

১৩০০; পৌষ।

আহ্বান সঙ্গীত।

আয় আয় আজি প্রেমতান তুলে,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে মিলে,
সমস্বরে এই বিশ কোটী ছেলে,
'মা মা' বোলে মায়েরে ডাকি।

এত দিন ভুলে ছিলাম মায়েরে,
জননীর স্নেহ গেছিনু পাশরে,
প্রেমের প্রবাহ মানস-মাঝারে,
রুদ্ধ ছিল,—আপনা ঢাকি।

চারি দিকে শুধু আঁধার হেরিয়ে,
অচেতন প্রায় ছিলাম পড়িয়ে,
'কে আমি, কি হবে' কিছু না ভাবিয়ে,
করিতাম কাল যাপনা।

সহসা আজি এ প্রভাত কিরণে,
মায়ের বদন জেগে ওঠে মনে,
নব বল পুন এ নীরস প্রাণে,
জাগায় নবীন বাসনা।

বিংশতি কোটী ভাই বোনে মিলি,
প্রাণ খুলে আয় করি কোলাকুলি,
অনন্তের স্বরে ডাকি 'মা, মা' বলি,
প্রতিধ্বনি হোক্ আকাশে।

উঠুক উথলি আনন্দের রোল,
বহুক্ হৃদয়ে প্রেমের কল্লোল,
জগত-জনের এ বার্ত্তা মঙ্গল,
হবে প্রচারিত বাতাসে।

হিংসা দ্বেষ রাগ অপমান আর,
উচ্চ নীচ ভাব ঘুচুক্ সবার,
সকল সন্তান সমান মাতার,
থাকে যেন মনে ধারণা।

নবীন বলেতে হয়ে বলীয়ান,
একতায় বাঁধি সবার পরাণ,
সমস্বরে আয় গাই প্রেমগান,
—পাইব বিভুর করুণা।

১৩০০ ; পৌষ।

মধু চাঁদিনী রাত্রিতে।

গান।

সুরত খাম্বাজ—কাওয়ালী।

মধু চাঁদিনী রাতিরে।
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুটল ফুল,
সুরভে মাতল অলিকুল,
হরষে যমুনা বহে কুলুকুল,
—হমারই পিয়ান আতি রে।
বিয়াকুল হৃদি পিয়া বিনে,
আঁখি-নীর ন মানা মানে,
তোহারি তটে লো যমুনে,
আঁকলু হিয়ামে সে মূরতি রে।

তোহারি তটমে নিশি নিশি শ্যাম
বোলত বংশীমে হমারই নাম,
শুনি সে বাঁশরী সঁপিনু প্রাণ,
শ্যামে দিনু হিয়া পাতিরে।
বাঁধল সে মোরে প্রণয় পাশে,
নিশি নিশি শ্যাম হমারই আশে,
আসে সজনি, প্রেমক আশে,
দুহুঁ দোঁহা প্রেমে মাতিরে।
কাহে সখি! আজু ন এল মাধা,
বাঁশরী ন আজু বোলল রাধা,
ক্যায়সে সজনি, বিনু সে বঁধুয়া,
কাটায়োঙ্গি এ মধু রাতিরে।

১৩০০ ; মাঘ।

পত্র।

ক্ষুদ্র শিশুর স্বর্গ গমনে লিখিত।

শ্রীমতী বসন্তশোভা ভগিনী
প্রাণাধিকাষু।

(১)

ভেবেছিনু কতবার, নিকটে তোমার,
পাঠাব লেখনী।
কিন্তু, বুক ফেটে যায়, মনে পড়ে হায়!
স্মৃতি এক খানি।
মনে পড়ে সেই কচি মুখখানি,
অমিয়া মাখান আধ আধ বাণী,
এখনো শ্রবণে হতেছে ধ্বনিত,
সে হাসির ধ্বনি।
এখনো হৃদয়ে রয়েছে অঙ্কিত,
সে মূরতি খানি।

(২)

সে যে, স্বরগকুমার, এ মর ধরার
নাহি ধারে ধার।
এসে, দুদিনের তরে, ভালবাসা ডোরে,
পরাণ সবার
বাঁধিয়ে গিয়েছে চলি নিজ স্থান,
স্বরগের শিশু গেছে স্বর্গধাম,
আমাদের শুধু কাঁদাবার তরে
গিয়েছে ফেলে।
হায়! আমাদের হৃদয় খানিরে
গিয়েছে দ'লে।

(৩)

কি ক'রে, প্রবোধ দিব, হায়! কি লিখিব,
বুঝিতে না পারি।
বিশ্বাসিতে নাহি চায়, অসম্ভব কয়,
হৃদয় আমারি।
অস্তিত্ব বিলুপ্ত তার এ ধরায়,
ভাবিতে এ কথা বুক ফেটে যায়,
নিরদয় বিধি কেন তবে তারে,
পাঠায়ে ছিলে।

না ফুটিতে তারে অকালে যদিরে,
হরিয়ে নিলে।

(৪)

অনন্ত শকতিময়, বিভু প্রেমময়,
অতীত সবারি।
আমরা সামান্য অতি, তাঁর অভিমতি,
বুঝিতে কি পারি!
জগতের পিতা মঙ্গল নিদান,
আমরা সকলে তাঁহারি সন্তান,
পিতা কি কখন সন্তানের প্রতি
করে অবিচার।
ক্ষুদ্র বুদ্ধি মোরা অতি হীন মতি,
দোষ দিই তাঁর।

(৫)

কভু, ঈশ্বরের কাজে, আমাদের সাজে,
ভাল মন্দ বলা।
ক্ষুদ্র, সুখ দুখ সাথে, তাঁহারে জড়াতে,
নাহি করি হেলা।
মঙ্গলের বীজ তাঁর সব কাজে,
অতি সূক্ষ্ম ভাবে নিহিত যা আছে,

স্থূল নয়নেতে আমরা দেখিতে
নাহি পাই তাহা।
তাঁহারে না দোষি' মোদের উচিত,
ধৈর্য্য ধরে রহা।

(৬)

মরণের পর পারে, আমরাও পরে,
মিলিব একদা।
সেথায় বিচ্ছেদ নাই, হরষে সবাই,
সুমিলনে সদা।
যাপিব অনন্ত অসীম সময়,
যাবে দূরে শোক তাপ দুখ ভয়,
ধৈর্য্য রজ্জু দিয়ে বাঁধিয়ে হৃদয়,
এ মর ধরায়।
জীবনের দিন মানবের কাজে
যেন গো ফুরায়।

১৩০০ ; মাঘ।

ডেকেছি কেন ?
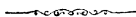
(১)

কেন যে ডেকেছি, কিসের তরেতে,
জানিনে তাহা।
যাও সাধ যথা, তাই কর, চায়
পরাণ যাহা।
ভুল কোরে আমি ডেকেছি তোমায়,
সে ভুল ভেঙ্গেছে তোমারি কথায়,
—কেন যে ডেকেছি ভুলে গেছি তাহা,
আসে না স্মৃতি।
যাবে যদি তুমি, যাও তবে যাও
—হবে না ক্ষতি।

(২)

বুঝেছি, প্রাণের সাধের স্বপন
ভেঙ্গেছে মোর।

বুঝেছি আমার প্রেমের নেশার,
কেটেছে ঘোর।
কেন যে ডেকেছি শুধাবে এখন ?
—ও হৃদয় আর নাই ত তেমন ;
—ছিঁড়েছে বাঁধন, শুনিবে কি তাই
ডেকেছি কেন ?
হৃদয়ের ভাষা দেখাব কেমনে,
—কি আছে হেন !

(৩)

পড়ে না কি আর স্মরণে তোমার ?
আসিতে আগে
সুযোগ পেলেই, দিবস অথবা
নিশীথ ভাগে।
নীরবেতে শুধু কোরে মুখোমুখি,
হৃদয়ে-হৃদয়ে, আঁখি পরে আঁখি,
বাহুলতা গলে বন্ধন করিয়ে
মাতিয়ে উঠি,
প্রেমের মদিরা করিয়াছে পান
পরাণ দুটি।

(৪)

সে সব কি ভুলে গেছ একেবারে,
পড়ে না মনে ?
কত প্রেমধারা ঢেলেছ অধরে
ভরিয়ে চুমে।
তখন ত কই হ'ত না ডাকিতে ?
হেতু নাই তবু আপনি আসিতে,
তবে বল দেখি কেমনে বলিব
ডেকেছি কেন ?
—নাহি জানিতাম, এরি মাঝে তুমি
হয়েছ হেন।

(৫)

ভুলেছ কি সেই জ্যোছনা মাখানো
বসন্ত রাতি !
দুইটি নবীন হৃদয়-কুসুম
প্রেমেতে মাতি,
বিহ্বল হয়ে যাপিত যামিনী,
কহিত কতই প্রণয়ের বাণী,
কাঁপায়ে পল্লব মলয় সমীর
বহিত ধীরে।

গাহিত পাপিয়া অমিয়া মাখান
মধুর স্বরে।

(৬)

জ্যোছনা মাখান, নীহারে ভূষিত,
কুসুম কলি
ফুটিত, কানন সুরভে ভরিত,
চুমিত অলি।
সে জ্যোৎস্না যামিনী গিয়েছে চলিয়ে,
সে মধু বসন্ত গিয়েছে ফুরিয়ে ;
—নাহি জানিতাম, তারি সাথে সুখ
ফুরাবে মোর ;
জানিতাম না ত ছিঁড়িবে সাধের
প্রেমের ডোর।

(৭)

জেনেছি আজিকে, স্থান নাই মোর
ও হৃদি তলে।
কি বলিব তবে,—কেন যে ডেকেছি
—গিয়েছি ভুলে।

তবে কেন আর, কি কাজ হেথায়,
যাও তবে যাও বাসনা যথায়,
কিছুই ত ক্ষতি হবে না আমার
তোমার তরে।
প্রেম গেছে,—নয় স্মৃতি তার এবে
জ্বালাবে মোরে।

১৩০০ ; মাঘ

প্রভাতে প্রকৃতি।

তিমির-বসনা প্রকৃতির পাশে,
ঊষা-রাণী আসি কহে মৃদু ভাষে ;
"জাগ লো সুন্দরী ! মেল লো নয়ন,
ফেল গো খুলিয়া তিমির বসন।
পর নব সাজ,—ক'রে দাও দূর
কবরীভূষণ, এলায়ে চিকুর।
কুসুম-ভূষণে সাজাও আপন
তনুরে তোমার, আসিছে তপন।
তাই গো সজনি জানাতে তোমারে,
তরুণ তপন পাঠায় আমারে।
আমি ত আমার সাধিলাম কাজ,
—প্রকৃতি লো তবে আসি আমি আজ।"

দেববালা ঊষা তড়িতের মত,
আপনার দেশে চলে গেল দ্রুত।
হেথায় প্রকৃতি, ঊষার মুখেতে,
আসিছে তপন, শুনি শ্রবণেতে,
তিমির বসন ফেলিল খুলিয়া;
কুন্তল-জাল দিল এলাইয়া;
পরিধিল শুভ্র সুন্দর বসন,
সুরভে পুরিত কুসুম-ভূষণ
পরিল হরষে প্রকৃতি রাণী;
শোভিল সুন্দর মূরতি খানি।
প্রকৃতির রূপে মোহিত হইয়া
নানা জাতি পাখী উঠিল গাহিয়া;
হরষে মৃদুল মধুর পবন,
প্রকৃতিরে করে চামর ব্যজন।
রাজরাজেশ্বরী রূপেতে প্রকৃতি
দাঁড়াল, ছড়ায়ে অপূর্ব্ব ভাতি।
রবির বিরহে প্রকৃতি সতী,
কাঁদায়ে কেটেছে সমস্ত রাতি।
রবির চরণে দিতে উপহার,
জমায়ে রেখেছে যত অশ্রুধার।

—সুরাগে রঞ্জিত পূরব গগনে,
দেখা দিল ভানু লোহিত বরণে ;
ফুটিয়া উঠিল হাসিটি বালার ;
বিপুল পুলকে দিতে উপহার,
শিশিরাশ্রু লয়ে চলিল সুন্দরী,
ঢালিল রবির চরণ উপরি।

১৩০০ ; মাঘ।

বিদায় সঙ্গীত। *

(১)
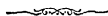
তোদের ছাড়িতে মন নাহি সরে,
পরাণ আমার ধৈর্য্য নাহি ধরে,
আকুল অন্তর, করে জ্বর জ্বর,
কেমনে যাইব ছাড়িয়ে।
নাহি পাই কিছু ভাবিয়ে।

(২)

কিন্তু হায়! যত হউক না দুখ,
কত দিন আর তোমাদের মুখ
পাব না দেখিতে, হইবে যাইতে
আজিকে নিশ্চয় চলিয়ে।
তুচ্ছ ইচ্ছা মোর গণিয়ে।

---

* জলভ্রমণ গমন উপলক্ষে লিখিত।

(৩)

আমার ইচ্ছায় কিবা আসে যায়,
পরাধীনা আমি স্বাধীনা ত নয়।
তোদের বয়ান, সদা এ পরাণ,
নিরালায় বসে ভাবিবে।
—হেন মতে দিন কাটিবে।

(৪)

জানালার ধারে একলা বসিয়ে,
সুদূর পানেতে রহিব চাহিয়ে,
তোমাদের মুখ, দেখিতে এ বুক,
আকুলি ব্যাকুলি করিবে।
নয়নেতে অশ্রু ঝরিবে।

(৫)

উপরে অনন্ত অসীম অম্বর,
নীচে ভাগিরথী বহে তর তর,
আমারে দেখিয়ে, নীরবে উভয়ে,
উভ পানে তারা চাহিবে।
নীরবেতে শুধু হাসিবে।

(৬)

মরম ব্যথায় চাহি রব শুধু,
হৃদয়ে আগুন জ্বলিবে ধূ ধূ।
এখনি সে কথা ভাবিতে লো ব্যথা
উপজিছে হৃদি মাঝারে;
জ্বলিছে আগুন অন্তরে।

(৭)

পিতা পরমেশ! হও হে সহায়,
শান্তি লভি যেন তব করুণায়,
যেন গো হেথায় আসিয়ে ত্বরায়,
প্রিয়জন মুখ হেরিয়ে,
সব দুখ যাই ভুলিয়ে।

১৩০০ ; ২৮ মা

জয় শিবানী শঙ্করী।

গান।

জয়জয়ন্তী—ধামার।

জয় শিবানী শঙ্করী, সর্ব্বশুভঙ্করী,
ত্রিতাপসংহরী, বরদে মাতঃ!
জয় মহিষমর্দ্দিনী, অরিনিপাতিনী,
নৃমুণ্ডমালিনী, শুভদে মাতঃ!
জয় রণরঙ্গিনী, সমরে উলঙ্গিনী,
কৃপাণধারিণী, সুখদে মাতঃ!
জয় পার্ব্বতী ভবানী, ঈশ্বরী শর্ব্বানী,
ত্রিলোকতারিণী, অভয় দে মাতঃ!

১৩০০ ; ফাল্গুন।

তখন ও এখন।

ছিলাম অনুখন প্রিয়জন সহিত ;
হৃদয় কথঞ্চিত অবহিত রহিত।
ছিল না নিশিদিন শান্তি হীন এ চিত ;
পাইত মধুকথা, মনোব্যথা ঘুচিত।

এ শুধু চারিধার, হাহাকার হেরি যে।
হৃদয় মাঝে শুধু, ধূ ধূ ধূ ধূ জ্বলিছে।
গোপনে লুকান যে, মনোমাঝে, বেদনা।
সে কথা বলিবারে, কোনোকারে পাই না।

ছিলাম শান্ত স্থির প্রকৃতির কোলেতে,
চৌদিকে দিবানিশি হাসিরাশি মাঝেতে।
সদাই এ হৃদয় তন্ময় থাকিত।
নিসর্গ বুকে সদা প্রেমসুধা ঢালিত।

এ শুধু চারিধার শূন্যাকার হেরি যে।
প্রকৃতি নিভূষণ ম্লান হেন শোভিছে।
অশান্ত এ হৃদয় স্থির রয় কেমনে।
নীরবে কত স'বো কত ব'বো বেদনে।

দারুণ আকুলিত মম চিত এবে গো।
পাই না মধুকথা সহি ব্যথা যবে গো!
দহিছে হৃদি মম শেলসম বচনে।
অনল জ্বলে শুধু ধূ ধূ ধূ ধূ পরাণে।

এ যে গো অহরহ দুঃসহ যাতনা।
পরাণে এ আমার বুঝি আর সহে না।
পারি না শুধু আর অন্ধকার দেখিতে।
চাহে না এ চিত যে শূন্যমাঝে রহিতে।

আসিবে সে সুদিন কত দিন পরেতে।
মিলিব কবে পুন প্রিয়জন সহিতে।
কবে গো এ হৃদয় মধুময় বচনে
জুড়াবে, শুধু হায়! ভাবি তাই নিজনে।

১৩০০; ফাল্গুন।

কেমনে ফিরি।

গান।

পিলু—মধ্যমান।

মাঝখানে এসে এবে কেমনে ফিরি!
নিদারুণ উপেখায়, ভাসালাম তরী, হায়!
এখন ফিরিতে বল কেমন করি?
এসেছি অনেক দূরে, এখন কেমন ক'রে,
গভীর তরঙ্গ ভেদি ফিরাই তরী।
যাও তুমি ফিরে যাও, মিছে আর কেন চাও,
মিছে আর কেন ফেল নয়নবারি।
যদি গো পেতাম স্থান, দিতে যদি প্রতিদান,
তবে কি তোমারে ছাড়ি আসিতে পারি?

১৩০০; ফাল্গুন।

এস মা করুণা-রাণী।

গান।

বেহাগ—মধ্যমান।

এস মা করুণা-রাণী! হৃদয়-আসনে মোর।
আলোকিত কর হৃদি, ঘুচাও তিমির ঘোর।
বিভীষণ অন্ধকার, ঘিরে আছে চারি ধার,
নিস্তব্ধ নীরব মাঝে দাঁড়াইয়ে নিশি ঘোর।
দূর কর তমোরাশি, ফুটাও তড়িত হাসি,
আয় মা লাবণ্যময়ী! ঢেলে দে লাবণ্য তোর!

১৩০০; ফাল্গুন।

প্রণয়ীযুগল।

গাথা।

নিঝুম চারি ধার, কোন শব্দ নাই আর,
শুধুমাত্র ঝিল্লী-রব শ্রবণেতে পশিছে।
শুক্লপক্ষ প্রতিপদ, অন্ধকার জনপদ,
অন্ধকারে নয়নের দৃষ্টি রোধ হয়েছে।
সুনীল অম্বর মাঝে অসংখ্য তারকা রাজে,
নীরব নিশীথে নভে ঝিকিমিকি জ্বলিছে।
চারি দিকে বনশ্রেণী, মাঝে ছোট গ্রামখানি,
নীরব শান্তির কোলে ঘুমাইয়ে পড়েছে।
বনপ্রান্তে স্রোতস্বতী, বহে মৃদু মৃদু গতি,
কুলু কুলু কুলু স্বরে বিভু-গীত গাহিছে।
তটিনীর তটোপরি, প্রকাণ্ড দ্বিতল পুরী,
নীরবেতে তটিনীর বিভু-গান শুনিছে।

প্রকাণ্ড পুরীতে সবে, নিদ্রায় মগন এবে ;
শুধু এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের মাঝারে,
কমল করের 'পরি, কপোল বিন্যস্ত করি,
ষোড়শী রূপসী এক চিন্তার সাগরে
ভাসায়ে দিয়াছে প্রাণ, অপগত বাহ্যজ্ঞান,
চিত্রার্পিত মূর্ত্তি প্রায় রয়েছে বসিয়ে।
ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি, চরণ চুমিছে আসি,
অবিন্যস্ত রূপে পিঠে রয়েছে পড়িয়ে।
আহা! সেই মুখখানি, জিনি ফুল্ল কমলিনী,
কমনীয়, রম্য জিনি শরদিন্দু, বরাননী।
চূর্ণ কেশ বায়ুভরে, পড়েছে মুখের পরে,
তাহাতে বেড়েছে শোভা যথা ঘনে সৌদামিনী।
কাঞ্চন-লতিকা জিনি, মনোহর তনুখানি
ভূষাহীনা, স্বর্ণ অঙ্গে কি কাজ ভূষণে!
বিদ্যুৎবরণী ধনী, কোথা লাগে সৌদামিনী,
—দেখে সৌদামিনী লাজে লুকায় আপনে।
নীরব নিশীথে এই, ঘুমায়েছে সকলেই,
প্রকৃতির কোলে সবে লভিছে বিরাম।
নীরবেতে একাকিনী, শুধু এই সুরূপিনী,
মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে করে কার ধ্যান?

—কতক্ষণে ধীরে ধীরে, মুখ তুলে চাহি ফিরে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি বিষাদিত স্বরে
কহে, "মিছে কেন আর, রয়েছি আশায় তার,
আসিবে না প্রিয়তম, জানি আমি তারে;
ভালবাসা মুখে তার, শুধুমাত্র কথা সার,
তা কি আমি জানিনে কো, কিন্তু কেন আশা
তবুও ছাড়ে না মোরে, বিশ্বাসিয়ে পুন তারে,
বাঁধিতে কেন গো সাধ আকাশেতে বাসা ?"
বীণাবিনিন্দিত স্বরে বলে এই, ধীরে ধীরে
অশ্রুপূর্ণ আঁখি লয়ে বাতায়নে আসি
দাঁড়াল, নীচেতে তার, স্রোতস্বতী খর ধার,
বহিতেছিল; সে তারে কহিল সম্ভাষি।
"জাহ্নবী! তুমি ত হর্ষে, চলেছ পতির পাশে,
গাহিছ আপন মনে প্রণয়ের গীত।
তুমি ত আমার মত হও নাই আশাহত,
গাহিতে হয় নি কভু বিষাদ-সঙ্গীত!
ভালবাস ভোরে প্রাণ, নাহি চাও প্রতিদান,
স্বর্গীয় প্রেমেতে পূর্ণ পরাণ তোমার।
আমি যে মানবী সখি! প্রতিদান-আশা রাখি,
নাহি পেলে হৃদি ভেঙ্গে হয় চুর্‌মার্।"

থামিল স্বর্গীয় তান, অশ্রুবিন্দু দুনয়ান
বহিয়ে কপোলে প'ল, মুছিল কামিনী।
নৈশাকাশ প্রতিধ্বনি', হল সে করুণ ধ্বনি,
শুনিয়ে শিশির-অশ্রু বরিষে যামিনী।
জাগিল আবার পুন সে লহরী সুকরুণ,
উঠিল ঝঙ্কারি পুন স্বরগ-বীণার তার।
গাহিল আবার বালা, আবার বিলাপমালা
ভেদি নীলাম্বর উঠে ঢালি প্রেমধার।
"ভেবেছিনু নাথ! তুমি গো আমার,
আমারেই ভালবাস।
বুঝেছিনু ভ্রম, বুঝেছি এখন,
আমাতে তোমার মেটে না আশ।
না জানিয়ে হায়! দিয়েছি তোমায়
আমার প্রেমের মালা।
তুমি গো তাহার, দিলে প্রতিফল,
ভাল দিলে প্রাণে জ্বালা।
হারায়েছি সুখ চিরদিন তরে,
সে সুখ ত ফিরে পাব না হায়!
দুঃখিনী হইয়ে, র'ব এ সংসারে,
দেহ হ'তে প্রাণ য'দিন না যায়।"

থামিল মধুর গান, মিলাইয়া গেল তান,
তারকাখচিত সেই নিশীথ গগনে।
—সহসা চমকি উঠি, ফিরায়ে নয়ন দুটি,
বালিকা দেখিল চাহি—হৃদয়-রতনে।
যাহারে পাবার তরে, অশ্রু ঝর ঝর ঝরে,
মুহূর্ত্তেক আগে এই যাহার বিচ্ছেদে
কতই বিষাদ-গীত ভেদিয়া উঠেছে চিত,
কপট, নিষ্ঠুর, কত বলিয়াছে নাথে ;
এই ত সে তারি আশে, এসেছে তাহারি পাশে,
এখন সরম তার সাজে কি কখন ?
ভাঙ্গি সরমের বাঁধ, পুরাও প্রাণের সাধ,
লাজময়ী! লাজ তোর রেখে দে এখন।
প্রণয়ী সুধীরে তারে, কহিল মধুর স্বরে,
"প্রেমময়ী! কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রমি
এসেছি তোমার পাশে, দুর্লভ সুখের আশে,
জুড়াও তৃষিত হিয়া, পিপাসিত আমি।"
সযতনে ধীরে ধীরে, বুকে টানি প্রেয়সীরে,
সে কপোল সে অধর চুমিল সাদরে।
ভেঙ্গে গেল লাজ-বাঁধ, লুকাইল মুখ-চাঁদ
নাথের হৃদয়ে বালা, ভাসি অশ্রুনীরে।

"কেন লো প্রেয়সী তোর, নয়নেতে হেরি লোর,
—বল বল কি কারণে কমল-লোচনা,
পদ্ম-চক্ষে জল হেরি, বুক ফেটে যায় মরি!
—কাঁদিছ কিসের লাগি বল না বল না।"
চিবুক তুলিয়া ধীরে, প্রণয়ী শুধাল তারে,
মুছাইয়া অশ্রুজল, চুমিয়া অধরে।
আর না থাকিতে পারি, মুছিয়া নয়ন-বারি,
চাহিয়া প্রণয়ী পানে কহিল সুধীরে।
"কি বলিব প্রাণনাথ! না পুরিল কোন সাধ,
তৃষিতা সদাই থাকি, কদাচ মিলন;
কত দিন পরে যদি, সুযোগ মিলায় বিধি,
ক্ষণমাত্র সে যে প্রায় নিশার স্বপন।
চখের উপর রাখি, সাধ তোমা সদা দেখি,
সে সাধে বিধাতা বাদী, মিছে ভালবাসা।
অতৃপ্ত হৃদয়-ভার, বহিতে না পারি আর,
কি ছার জীবন, যদি না পূরিল আশা।
—অথবা আমার মত, অভাগিনী ভাগ্য-হত,
বিচিত্র ইহাই,—পুন সুখ-আশা করে!
দুগ্ধপোষ্য বালিকারে, বৈধব্য-রাক্ষস করে,
পিতা মম সঁপেছেন চির-সুখ হ'রে!

—তখন না জানিতাম, সুখে সদা খেলিতাম,
বাল্যের খেলার সাথী তুমিই আমার।
কাহারো নিঠুর কথা দিত যদি বুকে ব্যথা,
সস্নেহে লইতে টানি নিকটে তোমার।
দুদিনের শিশু ফেলে, জননী গেছেন চলে
স্বর্গধামে,—মার স্নেহ জানিনে কেমন।
তুমিই ব্যথার ব্যথী, তুমিই সাথের সাথী,
তোমা বিনা আর কারে জানি না কখন।
বাল্য-স্নেহ ক্রমে ক্রমে, এবে পরিণত প্রেমে,
মন প্রাণ সঁপিয়াছি তোমার চরণে।
ত্যজেছি সমাজ-তরে, সকলি ত অকাতরে,
তোমারে ত্যজিতে নারি জীবনে মরণে।”
ধরি প্রণয়িনী হাত, কাতরে কহিল নাথ,
“ক্ষমা দেলো প্রিয়ে! তোর করুণ বচনে
বিঁধিছে হৃদয় মোর, মুছ লো নয়ন-লোর,
ফুটুক্ বিমল-হাসি ও সুধা-আননে।
কত দিন পরে আজ তোমায় হৃদয় মাঝ
পেয়েছি প্রেয়সী! এবে সাজে কি কখন
নয়নের জল ফেলা! এস কাছে এস বালা,
হাসিমুখে একবার দেহ আলিঙ্গন।

প্রিয়তমে! এই সার জেনো, ভালবাসা যার
পশিয়াছে হৃদে,—আশা পূরিবে তাহার।
তোমার বিচ্ছেদ-দুখ, সহিতে না পেরে, বুক
সাহসে বেঁধেছি, এবে মিলন অপার।
লয়ে তোমা আজি রাতে, চলে যাব হেথা হ'তে,
বিচ্ছেদ নাহিক যথা সমাজ-বিহীন।
তোমারে রাখিয়ে বুকে বিভোর রহিব সুখে,
—জানিব না কোথা দিয়ে কাটে নিশিদিন;
যেথায় নিশ্চিন্ত হয়ে, প্রেমালাপে কাটাইয়ে
সুখে দিবা বিভাবরী পুলকিত মনে,
রহিব প্রণয়ে মাতি, আমরা দুজন সাথী,
অনন্ত প্রেমেতে মগ্ন নিরালা বিজনে।"
প্রণয়ীর কথা শুনি, অধীরা হইয়া ধনী
বলে, "তবে প্রাণাধিক! দেরি কি কারণ?
ত্বরা চল ত্যজি গেহ, এখনি জাগিবে কেহ,
—বিলম্ব না সহে আর হৃদয়-রতন!"
"চল প্রিয়ে! চল যাই, বিলম্বেতে কাজ নাই,
একবার এইখানে চুমি ও বদন।
এইখানে আমাদের, দু'জনার হৃদয়ের
হয়েছিল বিনিময়, হয় কি স্মরণ?

বুকের উপর টেনে, বদ্ধ ক'রে আলিঙ্গনে,
প্রেম-ভরে উভয়েরে চুমিল উভয়।
সম্বোধি প্রাসাদে পরে, দুজনাতে সমস্বরে
কহিল, "বিদায় দেলো প্রেমের নিলয়!
জনমের মত ওরে! ছাড়িয়া চলিনু তোরে,
জীবন থাকিতে কিন্তু নারিব ভুলিতে।
প্রেমের অতীত-স্মৃতি জড়িত তোমাতে, প্রীতি
সমর্পিনু তোরে ওলো হরষিত চিতে।"
চলিল দুজনে, যথা তরণী আছিল বাঁধা,
তটিনীর তটোপরি গাছের মূলেতে।
বাঁধন খুলিয়া দিল, জলে তরী ভাসাইল,
প্রণয়ীযুগল ত্বরা উঠিল তরীতে।
—বারেক চাহিল ধনী, সাধের সে গৃহখানি,
বিদায় মাগিল বালা জনমের সহ।
এক ফোঁটা আঁখি-জল, নীরবে জাহ্নবী-জল
মাঝেতে মিশায়ে গেল—দেখিল না কেহ।

১৩০০; ফাল্গুন

সাধের বীণা।

গান।

মালশ্রী—ঝাঁপতাল।

বাজ্‌রে আমার সাধের বীণা,
　　বাজ্‌ আজি মন-সাধে।
মিলাইয়ে তান, গাহিব গান,
　　গাঁথিয়ে কত কি ছাঁদে।
বাজ্‌রে আমার সাধের বীণা
　　বাজ্‌ আজি মন-সাধে।
ঢাল্‌রে আবার, মালব রাগ
　　আজি বহু দিন বাদে।

কত দিন তোর শুনি নি তান,
লইনু আদরে কোলে।
কত দিন আমি গাহি নি গান,
গেছিনু সকলি ভুলে।
কত দিন পরে জেগেছি আজি,
ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর।
বহু দিন পরে আজিকে বীণা,
আয় লো কাছেতে মোর।
বাজ্ ওলো বীণা মালব রাগে,
আমি গাহি সাথে তোর,
দুজনে নিরালা কাননতলে,
রহিব ভাবেতে ভোর।
পরতে পরতে উঠিবে জাগি,
মধুর ঝঙ্কার তোর।
মাতায়ে কানন আকাশ ভেদি,
উঠিবে লহরী ঘোর।
হৃদয় খুলিয়া গাহিব সাথে,
কানন কাঁপায়ে তান।
নিজনে দুজনে আপন মনে,
খুলিয়া দিব লো প্রাণ।

বাজ্ তবে বীণা মধুর রাবে,
    বাজ্ আজি মন-সাধে ;
ঢাল্‌রে আবার মালব রাগ
    আজি বহু দিন বাদে।

১৩০০ ; ফাল্গুন।

শরতের মধু জ্যোছনায়।

গান।

বসন্তবাহার—ঝাঁপতাল।

শরতের মধু জ্যোছনায়!
আজিকে পরাণ মোর কাহারে চায়।
সেত গো নাহিক কাছে, পরাণ যাহারে যাচে,
যাহারে পাইতে হৃদি এত ব্যাকুলায়।
গেঁথেছি যতন ভরে, এ মালা পরাব কারে,
সে কোথা!—যাহারে চিত পরাইতে চায়।
এমন শারদ নিশি, সুমধুর দশ দিশি,
এমন জ্যোছনামাখা রজনী বিফলে যায়।
হাস ফুল, হাস তারা, ঢাল চাঁদ সুধাধারা,
আমার দুখেতে কেন তোমরা কাঁদিবে হায়!

—তাহাতে আমাতে আজি, কত দূরে রহিয়াছি,
—কত ব্যবধান আজি রয়েছে ব্যাপিয়া কায়।
—আবার মিলন হবে, এ রজনী না রহিবে,
—এমন শারদ নিশি বিফলে পোহায় হায়!

১৩০০ ; ফাল্গুন।

প্রকৃতি ও হৃদয়।

তখন, পশ্চিমাকাশে লোহিত রাগে
রঞ্জিয়া রবি, বিদায় মাগে,
করুণ লোচনে, ধরণী আগে,
দিবস-শেষে।
তখন তপন লইল শরণ,
শয়ন শেষে।

তখন বসন্তের নবীন সন্ধ্যায়,
কাঁপায়ে মৃদু তরুলতায়,
বহিতেছিল দখিণা বায়,
বিজন বনে।
কুহু কুহু কুহু কোকিলা গায়,
আপন মনে।

তখন, বিমল সুনীল অম্বর মাঝে,
ক্ষীণ তৃতীয়ার চাঁদিমা রাজে,

নব বসন্তের প্রথম সাঁঝে,
ছুটেছে চলি।
এখনি, ক্ষীণ হাসি হেসে পশ্চিমাকাশে,
বুঝি, পড়িবে ঢলি।
তখন, পূত জাহ্নবীর পবিত্র নীর,
কেমন ছিল গভীর ধীর,
সুধীরে বাহিয়ে উভয় তীর,
চলিতেছিল।
কেমন অফুট তান মধুর,
ঢালিতেছিল।
কেমন, মৃদুল মন্দ মলয় বায়,
তরঙ্গ বালক সা'থে খেলায়,
খেলা ছলে ধীরে আঘাতি তায়,
'পলায়ে যায়।
আবার, তরঙ্গ শিশু ছুটিয়া সমীরে
ধরিতে যায়।
তখন, মেঘহীন সুনীল গগনে,
দুটি তারা শুধু আপন মনে,
পশ্চিম আর পূরব কোণে,
—বসিয়াছিল।

উভয়ে, উভয়ের পানে মধুর হাসিয়া,
চাহিয়াছিল।
বিমল প্রশান্ত জাহ্নবীর জলে,
চাঁদিমা কিরণ ঝক ঝক ঝলে,
দুটি তারা ছবি ধীরে ধীরে দোলে,
জাহ্নবী কোলে।
তরঙ্গনিচয় তাদের লয়ে,
হরষে খেলে।
আজি, সাজিয়াছে কিবা প্রকৃতি রাণী
মরি কি সহাস বদন খানি,
সন্তানে আদরে লইছে টানি,
আপনা কোলে।
আজি, প্রকৃতি বদনে স্বরগের জ্যোতি,
অপূর্ব্ব জ্বলে।
যে দিকে চাহি সব হাসিমাখা,
প্রকৃতির কোল শান্তিমাখা,
নিখিল সংসার রয়েছে ঢাকা,
জননী কোলে।
আহা, প্রকৃতি জননী করুণার রাণী,
ধরণী তলে।

হাসিছে জগৎ, হাসিছে আকাশ,
হাসিছে চন্দ্রমা, খেলিছে বাতাস,
প্রমোদে কাননে কুসুম বিকাশ,
আজি কে সবি।
নবীন বসন্তে ধরেছে মধুর,
প্রফুল্ল ছবি।

কিন্তু, এই হাসি মাঝে আমার হৃদয়,
নহে ত প্রফুল্ল—অন্ধকারময়,
এত হাসি রাশি বিষাদের ক্ষয়
করিতে নারে।

বরং, যত দেখি, আরো, তীব্র তৃষানল,
ততই বাড়ে।

ওগো, কোথায় যাব কে পার বলিতে,
কোথা' গেলে পাব শান্তি চিতে,

আছে কি, শান্তিময় স্থান এই ধরণীতে,
ইহার চেয়ে!

ওগো, বল দয়া কোরে, থাকে যদি তবে
যাইব ধেয়ে।

১৩০০ ; ফাল্গুন।

আমার সাথে এস গো তবে।

গান।

হাম্বির—চৌতাল।

আমার সাথে এস গো তবে!
আমার মতন তুমিও যদি অনন্ত পথের পথিক হবে।
এ পথ অনন্ত, নাহি আদি অন্ত,
যাবে কি যাবে না দেখ গো এখনি ভেবে।
শেষে, মাঝপথ হতে, চেও না ফিরিতে,
তা হলে সকলি আশা ফুরাইবে।
এর,—মরণের পার, শেষ সীমা দ্বার,
ভাবিয়ে দেখ গো যেতে কি পারিবে!

১৩০০ ; ফাল্গুন।

জাহ্নবী—মনের সাধ।
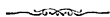
প্রবল বেগেতে বহিছে পবন,
তরঙ্গের সাথে যুঝিছে।
না মানে বারণ, নাহি মানে বাধা,
পাগলের মত ছুটিছে।
রুষিয়া তরঙ্গ চলিছে উজলি,
নদী তোল্‌পাড় করিছে।
পবনে তরঙ্গে ভীষণ সমর,
—কেঁহ পরাজিতে নারিছে।
স্ফীতা জাহ্নবীর সফেন তরঙ্গ
উছলি উছলি চলিছে।
জ্বলিছে বুকেতে তপনের ছবি,
কিরণের মালা ঝলিছে।
তরঙ্গে তরঙ্গে হীরকের কণা,
ঠিকরিয়া যেন পড়িছে।

ভাগীরথী যেন কিরণের মালা
সযতনে হৃদে ধরি'ছে।
স্বভাবসুন্দরী জাহ্নবী আজিকে,
কি মোহিনী ছবি ধরেছে।
এই অপার্থিব স্বরগীয় শোভা,
এ হৃদয় মন হরেছে।

হিরণ্য-বরণ কিরণে ভূষিত,
বিপুল প্রশান্ত হৃদয়ে।
সাধ যায় মোর ঝাঁপ দিয়ে পড়ি,
যাইব ভাসিয়ে ভাসিয়ে।
জাহ্নবীর ওই প্রেম-পোরা বুকে
তাপিত এ হৃদি মিশাব্;
জাহ্নবীর ওই সুশীতল নীরে,
পরাণের তৃষা মিটাব।
নীরবে জাহ্নবী বহিবে এমনি,
এমনি সৌন্দর্য্য ধরিয়া;
সফেন তরঙ্গ যাইবে এমনি,
উছলি উছলি চলিয়া।
এমনি বেগেতে বহিবে পবন,
তরঙ্গের সাথে যুঝিবে।

তপন সাদরে জাহ্নবীর গলে,
কিরণের মালা পরাবে।
আমিও এমনি জাহ্নবীর বুকে,
একাকিনী যাব ভাসিয়া।
জননীর মত জাহ্নবী আমারে,
রাখিবে বুকেতে ধরিয়া।

১৩০০ ; ২২ ফাল্গুন।

কে যাবি তোরা।

গান।

ঝিঁঝিট—জলদ কাওয়ালী।

কে যাবি তোরা আয় গো সাথে,
আমি চলেছি অনন্ত পথে,
এ পথের পথিক হ'তে,
কার আছে বাসনা ?
—আমার সাথে এস না !
আর ত বেশী সময় নাই,
এই বেলা কে যাবি আয়,
না চাস্ যেতে চলে যাই,
সময় বয়ে যায়।

এমন সুযোগ আর পাবে না,

শেষে করবে হায়! হায়!

আর ত দেরি করতে নারি,

এ পথ যে দীর্ঘ ভারি,

এই শুভ নিমেষে যাত্রা করি,

—নইলে এ পথ শেষ হবে না।

এমন সময় আর জীবনে পাবো না।

১৩০০; ফাল্গুন।

চতুর্থ প্রার্থনা।

কেন এ সমাজ, কেন এ বন্ধন,
কেন ভেদাভেদ, বল না ?
প্রেমের রাজত্বে কেন অবিচার,
কেন গো এ সব ছলনা ?
মানুষে কেন গো মানুষের প্রতি,
এত অত্যাচার করিছে।
পিতার সন্তান সকলি সমান,
তাহা কি কখন স্মরিছে ?
এই বসুন্ধরা জননী মোদের,
জননীর কোলে রয়েছি।
জগৎ ব্যাপিয়া আমাদের গৃহ,
—কিছু না অভাব পেয়েছি।
আমাদের এই বিপুল সংসারে,
কোটী কোটী ভাই ভগিনী,

—পর নহে কেহ এক রক্ত-স্রোত,
বহিছে সবার ধমনী।
তবে কেন বল এত ভেদাভেদ,
মানুষে মানুষে করিছে।
ভাই হ'য়ে ওগো কেমন করিয়ে,
ভায়ের সকলি হরিছে।
প্রবল কেন গো দুর্ব্বলে দেখিলে,
চায় চরণেতে দলিতে।
হাসি হাসি মুখে পারে অকাতরে,
আপন ভায়েরে ছলিতে।
ওগো কেন এত অত্যাচার-স্রোত,
প্রেমের রাজত্বে বহিছে।
কেহ বলবান্ মহা তেজীয়ান্,
কেহ ম্লানমুখে সহিছে।
মহা অহঙ্কারী ধনবান্ কেহ,
অর্থের গুমরে মরিছে।
কেহ অর্থহীন, নিঠুর পীড়নে
সদা হাহাকার করিছে।
পারি না পারি না দেখিতে যে আর,
ভায়ে ভায়ে এত ছলনা।

পিতা পরমেশ! তব রাজ্যে কেন,
এত অবিচার বল না?
ভায়ে ভায়ে পুন জাতিভেদ কেন,
জাতি কারে বলে জানি না।
তোমার অধম সন্তানদের,
বুঝেছি এ শুধু কল্পনা।
ছিঁড়ে দাও পিতা এই জাল-পাশ,
নহিলে কে আর ছিঁড়িবে।
অক্ষম দুর্ব্বল সন্তান তোমার,
—এত শক্তি কেবা ধরিবে।
করুণ নয়নে চাহ চাহ পিতা!
আমাদের আর কে আছে!
ঘুচাও বন্ধন দুঃখ তরাস,
তোমার তনয়া এই যাচে।
উচ্চ নীচ আর ভেদাভেদ জ্ঞান,
হিংসা দ্বেষ ক্রোধ ছলনা।
ধরণী হইতে এ সব কলঙ্ক,
কবে গো মুছিবে, বল না।
অধীনতা প্রথা যাইবে উঠিয়া,
সবাই স্বাধীন হইবে।

মানুষ হইয়ে মানুষের কেন,
দাসত্ব আবার করিবে ?
পিতা পরমেশ দেব দয়াময় !
সকলি ত তুমি জানিছ।
কি পাপে গো তবে ধরণীর বুকে,
এ বিষম ব্যথা হানিছ।
ঘুচাও ঘুচাও এ পাষাণ-ভার,
—পারে না যে আর বহিতে।
শোক তাপে জীর্ণ এ ধরণী, আর
নাহি পারে ব্যথা সহিতে।
বরিষ করুণা, বরিষ গো প্রেম,
তোমার অধম সন্তানে।
আমাদের এই বিপুল সংসার,
বাঁধহ প্রেম-বন্ধনে।
কোটী কোটী এই ভাই বোন্ মোরা,
একতানে সবে মিলিয়ে,
রহিব পুলকে জননীর কোলে,
তব প্রেমে র'ব মাতিয়ে।

১৩০০ ; ফাল্গুন।

মধ্যাহ্নে নদীপথে।

নির্ম্মল নীল গগন তলে,
মধ্যাহ্নের তপন জ্বলে ;
উজলি দিক্ দিগন্ত,
করিছে সবে জীবন্ত,
প্রখর রশ্মি দিতেছে ঢেলে,
নির্ম্মল নীল গগন তলে।
বাহিয়া ধীরে উভয় তীর,
চলে জাহ্নবী শান্ত গভীর ;
জাহ্নবীর স্বচ্ছ বুকে,
রবি-ছায়া ঝক ঝকে,
শস্যশ্যামল উভয় তীর।
বহিয়া চলে জাহ্নবী ধীর।

জাহ্নবী বুকে একটি তরী,
চলে সুবাতাসে পাল ধরি;
উভয় তীর নির্জ্জন,
নাহিক কেহ এখন,
গভীর নিস্তব্ধ ভেদ করি,
নাবিক গাহে তরীর পরি।
প্রকৃতি এখন শান্ত স্তব্ধ,
নাহি কোলাহল, নাহিক শব্দ,
কেমন গম্ভীর হ'য়ে,
রহিয়াছে দাঁড়াইয়ে,
যেন এই নিয়মেতে বদ্ধ,
—এখন যেমন শান্ত স্তব্ধ।
প্রকৃতির এ নীরব শোভা,
আহা কিঁ মধুর মনোলোভা,
সাধ যায় সদা দেখি,
ভরিয়ে তৃষিত আঁখি,
এ নিজনে হায়! দেখিবে কেবা,
প্রকৃতির এ নীরব শোভা।

১৩০০; ৩ চৈত্র।

এ হৃদয় নহে ত আমার।

গান।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

এ হৃদয় নহে ত আমার!
করুণ নয়ানে, কেন মুখপানে,
মিছে তুমি চাহ বাঁরবার?
করিয়াছি দান, এই মন প্রাণ,
—আর ত গো নাহি অধিকার।
—মিছে ভালবাসা, পুরিবে না আশা,
ম্লান-মুখে কেন চাও আর।
এ কঠিন কথা, জানি দিবে ব্যথা,
প্রেম-পোরা হৃদয়ে তোমার।

কিন্তু কি করিব, প্রতিদান দিব,
সে ক্ষমতা নাহি ত আমার।
ওগো তাই বলি, ফিরে যাও চলি,
কি হবে চাহিয়ে মিছে আর,
এ হৃদয় নহে ত আমার।

১৩০০ ; ৩ চৈত্র।

বঙ্কিম বিয়োগে ভারতমাতার আক্ষেপ।

(১)

এ কি নিদারুণ কথা পশিল শ্রবণে গো,
আকুল করিল মন প্রাণ।
অন্তরের অন্তস্থল বিষম বেদনে গো,
অবসন্ন পাষাণ সমান।
চিরদিন কেঁদে কেঁদে শুকায়েছে অশ্রুজল,
খালি হয়ে গেছে এই দীর্ণ জীর্ণ বক্ষঃস্থল,
শুষ্ক নেত্রে ভগ্ন প্রাণে যে দিক নেহারি গো,
অন্ধকার অন্ধকার শুধু।
নিরাশা-দলিত এই শীর্ণ বক্ষঃ মাঝে গো
অনল জ্বলিছে সদা ধূ ধূ।

(২)

দু একটি ক্ষীণ দীপ এ ঘোর আঁধারে,
ক্ষীণ আলো দিতেছিল তবু।

কল্পনা মোর কাণে কহিত, "সুদিন তোর
হ'লেও হইতে পারে কভু।"
কালের কঠোর হস্ত সব মোর হরিয়াছে,
রাজরাণী ছিনু, এবে অনাথিনী করিয়াছে,
রত্নগর্ভা বীর-মাতা ছিল মোর খ্যাতি,
—ছিল না আমার মত কেহ।
ভূলোকে সৌভাগ্যবতী আমি, এ ভারতে
পূর্ণ ছিল ভক্তি প্রেম স্নেহ।

(৩)

ভাবিতে সে সব কথা অতীতের স্মৃতি,
আপনাতে নাহি থাকি আমি।
সকলি করেছি সহ্য, নীরবে গিয়াছি
সহিষ্ণুতা সীমা অতিক্রমি।
চোরে আসি হরিয়াছে স্বাধীনতা মণি মোর,
পরায়েছে পরিবর্ত্তে কঠিন দাসত্ব-ডোর,
দলি বুক শত শত হৃদয়ের নিধি,
করাল কৃতান্ত হরিয়াছে।
অনাথিনী অভাগিনী বিধবা ভারতী,
ভগ্ন প্রাণে কত সহিয়াছে।

(৪)

কত জ্যোতির্ম্ময় তারা এই অভাগীর
হৃদয়-গগনে ফুটেছিল।
আঁধার করিয়া হৃদি সব গুলি তার,
একে একে খসিয়া পড়িল।
তবুও দু একটি তারা ক্ষীণ জ্যোতি দিতেছিল,
চাহিয়ে তাদের, তবু আশা জাগরিতেছিল,
হায়! অবশেষে রহেনাক বুঝি তাও,
চারিদিকে ভীষণ আঁধার।
সহেছি অনেক কিন্তু পারি না যে আর,
ভেঙ্গে গেছে হৃদয় আমার।

(৫)

এখন ত আছি আমি পুত্রের জননী,
রহিয়াছে অসংখ্য সন্তান।
কিন্তু তারা কয় জন জননীর দুখে,
ব্যথা পায় অণু পরিমাণ।
কে ফেলে আমার দুখে কণাঅশ্রু একটি নিশ্বাস,
ভা'য়ে ভা'য়ে পরস্পর সুদৃঢ় সন্দেহ অবিশ্বাস।
আপনার মাতৃভাষা পদতলে দলি,
পর ভাষা শিখিবারে আশ।

বিমাতা চরণদ্বয় ধরিয়া মস্তকে,
গর্ভধারিণীরে উপহাস।

(৬)

ছিল যারা সমুজ্জ্বল ভারত-নক্ষত্র,
জননীর পুত্র যারে বলি।
আঁধার করিয়া হৃদি, ক্রোড় শূন্য করি,
একে একে সবে যায় চলি।
দীনহীনা বঙ্গভাষা নিভূষণা কায় আপনার
ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, মাঝে ঘোরতর অন্ধকার,
সমাজের প্রান্তে আহা! চরণদলিতা,
কোন মতে কাল কাটাইত;
অবজ্ঞা উপেক্ষা শুধু প্রাপ্য ছিল তার,
ব্যথা তার কেহ না বুঝিত।

(৭)

শুভক্ষণে বঙ্গ ক্রোড়ে জন্মিল বঙ্কিম,
ঘুচাইতে বঙ্গভাষা দুখ।
রজনী প্রভাতে যথা অরুণ উদয়ে,
হরষেতে পূর্ণ করে বুক।
বঙ্কিম সূর্যালোকে প্রভাসিত দশ দিক,
সাহিত্য-কাননে আজি কুহুরবে গাহে পিক,

ভারত যদিন রবে, রবে বঙ্গভাষা,
লভি' ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থান ;
সাহিত্যের শীর্ষদেশে অমর অক্ষরে,
লেখা রবে বঙ্কিমের নাম।

(৮)

সাধিয়া আপন কাজ উদযাপিয়া ব্রত,
নিবে গেল চক্ষের নিমেষে।
যেথা হ'তে এসেছিল, তথা চলে গেল,
—সেই মহা আনন্দের দেশে।
যাও বৎস যাও তবে, এ নশ্বর পৃথ্বী হ'তে,
অনন্ত আনন্দালোকে, ভাসিয়া প্রেমের স্রোতে,
—অমৃতেশ্বরের কোলে অমৃত সন্তান,
লভ' বৎস সেই শীর্ষস্থান।
—এ উত্তপ্ত অশ্রুকণা সাথে লয়ে যাও,
—জননীর বিদায়ের দান।

১৩০১ ; বৈশাখ।

তুমি জগতে অতুল।

(১)

তুমি জগতে অতুল!
ধন্য তুমি গুণধাম!
ধন্য যীশু খ্রীষ্ট নাম,
পাপীর তরেতে এত কে হয় ব্যাকুল,
তুমি জগতে অতুল!

(২)

তুমি জগতে অতুল!
অবজ্ঞেয় সংসারের,
পাপী তাপী দরিদ্রের,
শিক্ষা তরে দেয় কেরে জীবন অমূল।
তুমি জগতে অতুল!

(৩)

তুমি জগতে অতুল!
দেবতা, মানব বেশে,
আসিয়া এ মর দেশে,

ঘুচালে তিমিররাশি, ভাঙ্গাইলে ভুল।
তুমি জগতে অতুল!

(৪)

তুমি জগতে অতুল!
সন্তাপীর দুখ ব্যথা,
ঘুচাইতে মলিনতা,
অকাতরে ঢেলে দিলে নিজ প্রাণ-মূল
তুমি জগতে অতুল।

(৫)

তুমি জগতে অতুল!
নিঃস্বার্থতা, বদান্যতা,
হেন আর আছে কোথা,
অকূল সমুদ্র মাঝে দেখায়েছ কূল।
তুমি জগতে অতুল।

(৬)

তুমি জগতে অতুল!
কে কাঁদে সন্তাপী সনে!
নিজ প্রাণ তুচ্ছ গণে'
কার সাধ মরুমাঝে ফুটাইতে ফুল!
তুমি জগতে অতুল!

(৭)

তুমি জগতে অতুল!
প্রেমময় তুমি যীশু!
স্বরগপুরের শিশু,
পবিত্র সৌরভ মাখা স্বরগের ফুল।
তুমি জগতে অতুল!

(৮)

তুমি জগতে অতুল!
শিখাইলে মনুষ্যত্ব,
মহত্ব ও প্রেমতত্ব,
শিখাইলে উচ্চ নীচ এক সমতুল!
তুমি জগতে অতুল!

১৩০১ ; বৈশাখ।

কুসুমকলি।

ভেঙ্গো না জীবন-বৃন্ত,
তুল’ না তুল’ না ওরে ;
কুসুম-কলিকা ওই,
মগন ঘুমের ঘোরে।
পাতার বিছানা ’পরি,
ছড়ায়ে বিমল আলা,
সাধের স্বপন দেখে,
ঘুমায় ফুলের বালা।
ভেঙ্গো না সাধের ঘুম,
ভেঙ্গো না স্বপন-সুখ।
ছিঁড়ো না জীবন-বৃন্ত,
দ’লো না ও ক্ষুদ্র বুক।

অফুট ও কলিকাটি,
নিঝুমে ঘুমায় ওই।
কালি ভাঙ্গাইবে ঘুম,
ঊষারাণী জ্যোতির্ম্ময়ী।
তপন কিরণ তার,
মাখাইয়া দিবে।
জাগিবে তখন, হাসি
ফুটিয়া উঠিবে মুখে।
শিশির মুকুতা মালা,
যতনে গলায় ধরে;
প্রভাত সমীর সাথে,
খেলিবে হরষ ভরে।
পাতার আড়ালে কভু,
লুকাবে খেলার ছলে।
আপনা আপনি কভু,
হাসিয়া পড়িবে ঢলে।
বিলাবে সমীরে নিজ,
পবিত্র সৌরভরাশি।
ভ্রমরে হৃদয়-দ্বার,
খুলে দেবে হাসি হাসি।

মধুটুকু পান ক'রে,
ভ্রমরা চলিয়া যাবে ;
সর্ব্বস্ব লইয়া তার
হৃদয় দলিয়া যাবে।
তখন মিটিবে ওর,
প্রেম-তৃষা, সুখ, সাধ ;
তখন বুঝিবে বালা,
জীবনের কি আস্বাদ !
অকালে ভেঙ্গো না ঘুম,
ভেঙ্গো না স্বপন-সুখ।
ছিঁড়ো না জীবন-বৃন্ত,
দ'লো না ও ক্ষুদ্র বুক।
এখনো অফুট ও যে,
জানে না কিছুই হায় !
শুধু সব ছায়াবাজী,
যাহা কিছু দেখা যায়।
ঘুমন্ত প্রাণের মাঝে,
নিহিত রয়েছে আজি
কত আশা, প্রেম-তৃষা,
কত সুখ সাধ রাজি।

প্রভাতে মেলিবে কালি,
মুদিত নয়ন ছুটি।
হরষে অধরপুটে,
হাসিটি উঠিবে ফুটি'।
চাহিবে প্রেমের চোখে,
এ মর ধরার পানে।
বিনিময়ে পাবে শুধু,
আঘাত ও ক্ষুদ্র প্রাণে।
সমীর সুগন্ধ ল'য়ে,
তাহারে ত্যজিয়া যাবে।
গন্ধহীন বলে তারে,
আর না ফিরিয়া চাবে।
মধুহীন ক'রে তারে,
ভ্রমরা চলিয়া যাবে।
অধরের হাসিটুকু,
অধরে মিলায়ে যাবে।
কেহ না চাহিবে আর
তাহার মুখের পরে।
প্রখর তপন তাপে,
শুকায়ে পড়িবে ঝ'রে।

কঠিন চরণ কত,
তাহারে দলিয়া যাবে।
সুকুমার কচি তনু,
মাটীতে মিশায়ে রবে।
তখন বুঝিবে বালা,
জীবনের কি আস্বাদ;
মিটিবে তখন আশা,
মিটিবে সকল সাধ!
অকালে ভেঙ্গো না ঘুম,
তুল' না তুল' না ওরে;
আপনি ফুটিবে কালি,
আপনি যাইবে ঝ'রে!

১৩০১; বৈশাখ।

বিষাদিনী।

কে তুমি লো বিষাদিনী,
ম্লান-মুখে একাকিনী,
কাননে ফুলের মাঝে মগন কাহার ধ্যানে ?

ও নয়ন শতদল,
কেন করে ছল ছল,
কি যাতনা পশেছে ও কুসুম-কোমল প্রাণে ?

ললিত মধুরাধর,
কেন কাঁপে থর থর,
বাসন্তী-প্রভাতে কেন হাসি নাই ও আননে ?

করতলে মাথা রাখি,
বাষ্পপূরিত আঁখি,
কে তুমি লো মনোরমে ! এ বিজন ফুলবনে ?

মনে হেন অনুমানি,
হবে বুঝি বিরহিণী,
ও হৃদি-প্রসূনে বুঝি প্রেম-কীট পশিয়াছে ?

ভাল বাসিয়াছ যারে,
সে বুঝি বা দেশান্তরে,
বিরহ-যন্ত্রণা বুকে বড় বাজিয়াছে ?

অথবা, যাহারে বালা !
দিয়াছ প্রেমের মালা,
সে তোমা উপেক্ষাভরে বুঝি ত্যজিয়াছে ?

লয়ে তব মন প্রাণ,
দেয় নাই প্রতিদান ?
ও কোমল হৃদিখানি দলিয়া গিয়াছে ?

ও বিষণ্ণ মুখ হায় !
দেখে বুক ফেটে যায়,
সাধ যায় হাসি এঁকে দিই ও অধরে ;

ঘুচাই যাতনা যত,
ঢালি প্রাণে অবিরত
বিমল আনন্দ স্রোত ব্যথিত অন্তরে।

কিন্তু কি করিব হায়!
এ দুখ যাবার নয়,
প্রেম যদি লভে স্থান হৃদয় ভিতরে,

বাহির করিতে আর,
ক্ষমতা নাহিক কার,
ছিঁড়িবে জীবন-বৃন্ত উন্মূলিলে পরে।

—পূজা কর নিশিদিন,
প্রেম সে মরণহীন,
ঢেলে দিয়ে মন প্রাণ ও হৃদি কোমল।

করি এই আশীর্ব্বাদ,
পাবে,—যারে পেতে সাধ,
এত প্রেম কখনই হবে না বিফল।

১৩০১; বৈশাখ।

শেষ।

যে বীণা বাজিছে সদা হৃদয়-কন্দরে মোর,
যে মহা সঙ্গীতে সদা পরাণ রয়েছে ভোর,
যে দৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগে হৃদয়ের অন্তস্তলে,
যে আশা রয়েছে গুপ্ত মরম মরম তলে,
—'প্রতিধ্বনি' তারি শুধু দু একটি ধ্বনি,
—দু একটি তান।
নিভৃতে বসিয়ে তার—আন মনে শুনি,
—ভাঙ্গা ভাঙ্গা গান।
—আজ বুঝি হৃদয়ের 'প্রতিধ্বনি' মোর,
হবে সমাপন ?
—জীবনের সাথী সে যে—হবে নাক শেষ,
থাকিতে জীবন।
—জীবনের শেষ দিনে এ ধরণী হ'তে
যবে,—করিব প্রয়াণ।
—সেই দিন হৃদয়ের প্রতিধ্বনি মোর,
—লভিবে বিরাম।

১৩০১ ; বৈশাখ

সম্পূর্ণ।